বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.upension.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.upension.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন সূচিপত্র

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ	০২-০৩
ভূমিকা	০৪-০৫
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ	০৬-০৭
জাতীয় পেনশন পরিচালনা পর্ষদ ও পর্ষদের কার্যাবলি	০৮
সর্বজনীন পেনশন স্কিম	০৯-১০
সর্বজনীন পেনশনের ৪টি স্কিম	১১-১৫
সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন ও সাবস্ক্রিপশন	১৬-২১
সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জেলা ভিত্তিক নিবন্ধনের তথ্য	২২-২৩
বিভিন্ন স্কিম ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি	২৪-২৭
সর্বজনীন পেনশন তহবিল বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ	২৮-২৯
তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ	২৯
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৩০-৩৪
চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণ	৩৪-৩৮
ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা	৩৮-৪১
পরিশিষ্ট- আইন, বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন	৪৩-৭২
সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩	
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা	
পরিচালনা পর্ষদ গঠনের প্রজ্ঞাপন	
নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের চাকরির বিধিমালা, ২০২৩	
সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩	
সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী	
আয়কর রেয়াত ও করমুক্ত পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	
সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪	
প্রত্যয় স্কিম বাতিলের প্রজ্ঞাপন	
সর্বজনীন পেনশন হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো অ্যায় ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় করমুক্ত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	
২০২৪–২৫ বাজেট	৭৩-৭৪
জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র	৭৫-৮৬
স্কিম ভিত্তিক ফ্লায়ার ও পোস্টার	৮৭-৯৬

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

কর্মকর্তাবৃন্দ

মোঃ মহিউদ্দীন খান
নির্বাহী চেয়ারম্যান

মোঃ গোলাম মোস্তফা
সদস্য

এ, ওয়াই, এম, জিয়াউদ্দীন আল-মামুন
সদস্য

আশরাফুজ্জামান
জেনারেল ম্যানেজার
(যুগ্মসচিব)

আয়েশা হক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(উপসচিব)

সিরাজাম মুনিরা
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(উপসচিব)

মোঃ নূরুননবী

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

অন্জন দাশ বিপিএএ

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

মোবাশ্বের আলম

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

লিটন চন্দ্র দে

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

মো: মারুফ দস্তেগীর

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

মো: জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

প্রমথ রঞ্জন ঘটক

সহকারী ব্যবস্থাপক (সিনিয়র সহকারী সচিব)

সাদিয়া বিনতে সোলায়মান

সহকারী ব্যবস্থাপক(সহকারী সচিব)

লতিফা খানম

সহকারী ব্যবস্থাপক(সহকারী সচিব)

মোঃ ফয়জুল্যাহ বিশ্বাস

সহকারী ব্যবস্থাপক(সহকারী সচিব)

আলমগীর হোসেন

নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অডিট এন্ড একাউন্টস্ অফিসার)

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন

সহকারী ব্যবস্থাপক(সহকারী সচিব)

ভূমিকা

বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সামাজিক কল্যাণের এক নতুন অভিযাত্রায় অগ্রসরমান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সত্ত্বেও জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর বাইরে থাকায় তাঁরা আর্থিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা ও দারিদ্র্যের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যে পরিমাণ আর্থিক সংশ্লেষ প্রয়োজন তা শুধু সরকারি বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাও এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। এ বাস্তবতায় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একটি টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং গ্যারান্টিযুক্ত পেনশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুর মধ্য দিয়ে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আর্থিক নিরাপত্তার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নাগরিক, বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা প্রবাসী বাংলাদেশি সকলেই এখন রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সী নাগরিকগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সর্বজনীন পেনশন স্কিম শুধু সঞ্চয় প্রবণতা বাড়াবে না ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা দেবে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ড শুরু থেকেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সেবার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। চালু করা হয়েছে ওয়েব-ভিত্তিক নিবন্ধন প্ল্যাটফর্ম। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ফিন্যানসিয়াল সার্ভিস এবং ব্যাংকে Over the counter(OTC) এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ চাঁদা পরিশোধ করতে পারছেন এবং অনলাইনে পেনশন আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে নিজের পেনশন হিসাবে জমাকৃত অর্থের তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং বিভিন্ন ব্যাংক চ্যানেলের মাধ্যমে সেবার পরিসর সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গ্রাহকগণ নিজস্ব জমার বিপরীতে ৫০% টাকার সমপরিমাণ ঋণ গ্রহণের আবেদন অনলাইনে করতে পারেন এবং অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যেই অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদন নিস্পত্তি করে ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে তাঁর ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও মৃত্যু দাবি এবং সরকারি চাকরি প্রাপ্তিজনিত কারণে অকালীন দাবি মেটানোর কাজও অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ দেশব্যাপী প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছে। গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার, পোস্টার, ব্যানার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্যপ্রচার এবং মাঠপর্যায়ে পেনশন মেলা ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। এ প্রচেষ্টার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক নিবন্ধিত হয়েছেন এবং সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে অংশগ্রহণের আকাঙ্খা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। “প্রবাস” স্কিমে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং নারীসহ যেকোনো বয়স ও পেশার মানুষকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার মাধ্যমে এটিকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক লাভজনক স্কিমে রূপদান করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। এ বিপুল সংখ্যক মানুষকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় আনা সম্ভব হলে একটি বিশাল তহবিল গড়ে উঠবে, যা বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এটি কেবল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে না, বরং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রবাহকে ত্বরান্বিত করবে। একইসাথে নাগরিকগণ ভবিষ্যত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা পাবেন, পরিবারে স্থিতিশীলতা আসবে এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে। দীর্ঘমেয়াদে এটি দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের এক বছরের কর্মকান্ড, সাফল্য, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনের তুলে ধরা হয়েছে অর্জিত অগ্রগতি, চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ এবং সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কৌশল। আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা, নতুন নতুন স্কিম চালু করা, নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর ও গ্রাহকবান্ধব করা এবং প্রযুক্তিনির্ভর সেবার বিস্তৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা বিবেচনায় নিয়ে চলমান প্রতিটি স্কিমের বিপরীতে ইসলামিক ভার্সন চালুর বিষয়টা সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটাবে। এটি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে বিশেষ অবদান রাখবে। সর্বজনীন পেনশন স্কিম কেবল একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি নয়; এটি একটি সামাজিক আন্দোলন, একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, যা নাগরিকের আস্থা ও রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিকে একই সূত্রে গেঁথেছে। একটি সমৃদ্ধ, দারিদ্র্যমুক্ত এবং কল্যাণভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে এ উদ্যোগ এক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

১.০ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান । সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এর ৪ ধারায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে:

(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর বা অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার বা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

আইনের ৪ ধারার বলে, অর্থ বিভাগ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ভিশন ও মিশন

ভিশন: টেকসই পেনশন কাঠামোর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

মিশন: দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় এনে একটি সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের ধারা ৫ এ কর্তৃপক্ষের কার্যালয় সম্পর্কে বলা হয়েছে:

কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যেকোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

এ ধারার নির্দেশনা অনুসারে, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ৪৩, কাকরাইল, ঢাকা ঠিকানাই ভবনের ২য় ও ৩য় তলায় স্থাপন করা হয়েছে।

ধারা ৬ এ কর্তৃপক্ষের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(১) একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(২) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষসহ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সরকার নির্বাহ করিবে।

(৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন। আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের চাকরির মেয়াদ ৬ শর্ত সম্পর্কিত বিধিমালা জারি করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এর ৭ ধারায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো:

(ক) সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

(খ) সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতির আওতায় উহার চাঁদাদাতাগণের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(গ) সর্বজনীন পেনশন স্কিম গ্রহণ, স্কিমে প্রবেশ যোগ্যতা ও শর্তসমূহ নির্ধারণ, অনুমোদন, স্কিম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান এবং পেনশন তহবিলের পুঞ্জীভূত জমার বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) পেনশন স্কিমে চাঁদাদাতাগণের জমাকৃত অর্থের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) চাঁদাদাতাগণের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকার প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়ন;

(চ) কর্তৃপক্ষ স্বয়ং অথবা অপর কোনো কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কর্তৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন বা উহার বিষয়ে কোনো গবেষণার নিমিত্ত তথ্য সংগ্রহ বা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ছ) জনসাধারণের মধ্যে সর্বজনীন পেনশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, অবসরকালীন নিরাপত্তা ও পেনশন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও বহুল প্রচারের মাধ্যমে পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সহিত সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফি বা অন্যান্য চার্জ নির্ধারণ;

(ঞ) নির্ধারিত স্থান ও সময়ে, হিসাব সংরক্ষণ বহি ও অন্যান্য দালিলিক কাগজপত্র প্রকাশ;

(ট) সর্বজনীন পেনশন বা পেনশন তহবিল বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে কোনো অভিযোগ বা বিরোধ নিষ্পত্তি বা অনিয়ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঠ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন।

বর্তমান জনবলঃ

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষে বর্তমানে একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তিক জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন যুগ্মসচিব, সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদে ২ জন উপসচিব, ব্যবস্থাপক পদে ৬ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সহকারী ব্যবস্থাপক পদে ৪ জন সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অর্থ বিভাগ থেকে একজন সহকারী সচিব, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক কার্যালয় থেকে একজন অডিট অ্যান্ড একাউন্টস অফিসার এবং একজন এসএএস সুপারিনটেনডেন্ট সংযুক্তিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষে কর্মরত রয়েছেন। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে ইতোমধ্যে ৫৭ (সাতান্ন) টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সৃজিত পদসমূহের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষে কাজকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রমিত জনবল কাঠামোর আলোকে একটি সমন্বিত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের জনবলকে দক্ষ এবং একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে বিশ্বমানের জনবল কাঠামোয় রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত এ ধরনের প্রশিক্ষণে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এছাড়াও International Social Security Association (ISSA)-এর সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়ে ইতোমধ্যে পেনশন পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উল্লিখিত সংস্থার সদস্যপদে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও International Labour Organization (ILO)-এর মাধ্যমেও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

২.০ জাতীয় পেনশন পরিচালনা পর্ষদ ও পর্ষদের কার্যাবলি

(১) সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ এর ১০ ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে, যথাঃ

(ক) অর্থমন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(গ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ঘ) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ;

(ঙ) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(চ) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(ট) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;

(ঠ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(ড) সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই);

(ঢ) সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন;

(ণ) সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিডব্লিউসিসিআই);

(ত) নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিচালনা পর্ষদ, প্রয়োজনে, যে-কোনো ব্যক্তিকে পর্ষদের সভার অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারিবে।

২.১ পরিচালনা পর্ষদের কার্যাবলি:

(১) পরিচালনা পর্ষদ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন প্রবিধান প্রণয়নসহ কর্তৃপক্ষের যে কোনো নীতি বা কৌশল অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদ পেনশন তহবিলের অর্থ সরকারি সিকিউরিটি, কম ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য সিকিউরিটিজ, লাভজনক অবকাঠামো ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের জন্য নির্ধারিত গাইডলাইন অনুমোদন এবং সময় সময়, প্রয়োজনীয় পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) পরিচালনা পর্ষদ এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩.০ সর্বজনীন পেনশন স্কিম

সরকারি কর্মচারী এবং কিছু স্বায়ত্তশাসিত কর্মচারী ছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য অদ্যাবধি কোনো সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। দেশের অধিকাংশ মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর বাইরে রেখে একটি উন্নত এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে একটি সুশৃঙ্খল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে আনার লক্ষ্যেই সরকার সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছে। প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণও এই স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ৬০ বছর পূর্তিতে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছরের উর্ধ্বে কেউ অংশগ্রহণ করলে তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনপক্ষে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করতে হবে।
- পেনশনার ৭৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনি পেনশনারের বয়স ৭৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- চাঁদাদাতা কমপক্ষে পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেয়া হবে।
- চাঁদাদাতা তার জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবে। পরবর্তীতে সর্বোচ্চ ২৪ কিস্তিতে উত্তোলিত অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।
- পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করে কর রেয়াত পাওয়ার যোগ্য হবেন এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে।
- দারিদ্র সীমার নিচে থাকা নাগরিকগণের জন্য যাদের বাৎসরিক আয় ৬০ হাজার অথবা তদনিম্ন তাঁরা "সমতা" পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং তাঁদের মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসাবে প্রদান করবে।
- আপাতত সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশনের আওতা বহির্ভূত হবেন। তবে সরকারি সিদ্ধান্ত হলে ক্রমান্বয়ে তাদেরকে এ ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন করা হবে।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর চাঁদার হার এবং স্কিম পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।
- পেনশনারদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা বিনিয়োগ বিধিমালার আওতায় কম ঝুঁকিপূর্ণ ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্য রিটার্নের ভিত্তিতে পেনশনের মাসিক পরিমাণ নির্ধারিত হবে।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনে যাদের ব্যাংক একাউন্ট নেই তারা মোবাইল ফিনান্সিয়াল একাউন্ট এর মাধ্যমেও নিবন্ধন করতে পারবেন।
- "প্রবাস" স্কিমে অংশগ্রহণকারীগণ ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং গেটওয়ে ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আকর্ষণীয় দিকসমূহঃ

- জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত;
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করে বিধায় পেনশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের সম্পূর্ণ মুনাফা সাবস্ক্রাইবারের পেনশন অ্যাকাউন্টে জমা হবে;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন থেকে টাকা জমা দেয়া পর্যন্ত পুরো কার্যক্রমটি অনলাইন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় ;
- নিবন্ধনকারীদের মাসিক জমার অর্থ কেবলমাত্র বিনিয়োগ এবং অ্যানুইটি (Annuity) প্রদান ভিন্ন অন্য কোন খাতে ব্যয়ের সুযোগ না থাকা;
- নিবন্ধনকারীর জন্য তার প্রয়োজনে যেকোন সময় স্কিম এবং জমার পরিমাণ পরিবর্তন করার সুযোগ;
- নিবন্ধন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধনকারীর জন্য পেনশন একাউন্টে অনলাইন সিস্টেমে যেকোন সময় এক্সেস সুবিধা;
- অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মাসিক পেনশনের হিসাবায়ন করায় এ স্কিম লাভজনক;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রদত্ত মাসিক জমার বিপরীতে কর রেয়াত পাওয়া যাবে ও মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে;
- জমাকারীর প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ তার চাঁদার পরিমান ও চাঁদা প্রদানের মোট সময় কালের ভিত্তিতে জমাকৃত অর্থের ২.৩ গুণ থেকে ২৪.৬ গুণ পর্যন্ত হবার সুযোগ, পেনশনার ৮০ বছরের অধিককাল জীবিত থাকলে প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা;
- পেনশন হিসাবে নিজস্ব জমার সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে গ্রহণের সুযোগ, যা সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য; এবং
- পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর পেনশনার আগ্রহী হলে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ এককালীন উত্তোলন (অফেরতযোগ্য) সুবিধা, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে পেনশনের প্রাপ্যতা নির্ধারণ;
- মাসিক জমার টাকা প্রদানের লক্ষে "uPension" অ্যাপ চালু হয়েছে;
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর আয় কর মুক্ত।

৪.০ সর্বজনীন পেনশনের ৪ টি স্কিম

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বর্তমানে চারটি পেনশন স্কিম পরিচালনা করছে। এ সকল স্কিম দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নাগরিকদের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সমতা স্কিম নামে একটি স্কিম রয়েছে যেখানে সরকার অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রগতি স্কিমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ভাবেও অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে চালুকৃত স্কিমসমূহ স্বেচ্ছামূলক, বাধ্যতামূলক নয়। ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক এই স্কিমসমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

প্রবাস স্কিম

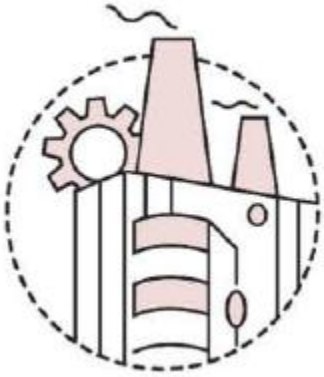

প্রগতি স্কিম

সুরক্ষা স্কিম

সমতা স্কিম

প্রবাস স্কিম

প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণ, দেশে ফিরে সুন্দর জীবন

৫০ লাখেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ করছেন। প্রবাসী এই বাংলাদেশিদের অধিকাংশই কোনো সুসংগঠিত পেনশন সুবিধার অন্তর্ভুক্ত নন। অনেকেই দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরে এসে সঞ্চয় বা আর্থিক নিরাপত্তা সুবিধার বাইরে থাকার কারণে প্রবীণ বয়সে অর্থসংকটে দিনাতিপাত করেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি সুসংবদ্ধ পেনশন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের আর্থিক নিরাপত্তার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে 'প্রবাস' স্কিম চালু করা হয়েছে। বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা দেশের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিনি রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে অ্যাকাউন্ট থেকে দেশীয় মুদ্রায় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে প্রবাস স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। যেসকল প্রবাসী নাগরিকের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, তাঁরা পাসপোর্টের মাধ্যমেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। প্রবাস হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মাসিক চাঁদার পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন প্রাপ্ত হবেন।

এছাড়াও, প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক 'সুরক্ষা' স্কিমে তাঁর পরিবারের ১৮ বা তদূর্ধ্ব বয়সের এক বা একাধিক সদস্যের (যেমন: স্বামী, স্ত্রী, বাবা, মা, ভাই, বোন) জন্য আবেদন করে বৈদেশিক মুদ্রায় চাঁদা প্রদান করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যার জন্য পেনশন অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন, তাঁর এনআইডি, ব্যাংক হিসাব নম্বর এবং নমিনির তথ্য প্রদানপূর্বক নিবন্ধন করবেন।

প্রবাস স্কিমে মাসিক চাঁদা ও পেনশনের হার

চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (মাসে)	১,০০০ টাকা (মোট পেমেন্ট)	২,০০০ টাকা (মোট পেমেন্ট)	৫,০০০ টাকা (মোট পেমেন্ট)	৭,৫০০ টাকা (মোট পেমেন্ট)	১০,০০০ টাকা (মোট পেমেন্ট)
৪২	৩৪,৪৬৫ টাকা	৬৮,৯৩১ টাকা	১,৭২,৩২৭ টাকা	২,৫৮,৪৯১ টাকা	৩,৪৪,৬৫৫ টাকা
৪০	২৯,২০০ টাকা	৫৮,৪০০ টাকা	১,৪৬,০০১ টাকা	২,১৯,০০১ টাকা	২,৯২,০০২ টাকা
৩৫	১৯,১৮৭ টাকা	৩৮,৩৭৪ টাকা	৯৫,৯৩৫ টাকা	১,৪৩,৯০২ টাকা	১,৯১,৮৭০ টাকা
৩০	১২,৪৬৬ টাকা	২৪,৯৩২ টাকা	৬২,৩৩০ টাকা	৯৩,৪৯৫ টাকা	১,২৪,৬৬০ টাকা
২৫	৭,৯৫৫ টাকা	১৫,৯১০ টাকা	৩৯,৭৭৪ টাকা	৫৯,৬৬১ টাকা	৭৯,৫৪৮ টাকা
২০	৪,৯২৭ টাকা	৯,৮৫৪ টাকা	২৪,৬৩৪ টাকা	৩৬,৯৫১ টাকা	৪৯,২৬৮ টাকা
১৫	২,৮৯৪ টাকা	৫,৭৮৯ টাকা	১৪,৪৭২ টাকা	২১,৭০৮ টাকা	২৮,৯৪৪ টাকা
১০	১,৫৩০ টাকা	৩,০৬০ টাকা	৭,৬৫১ টাকা	১১,৪৭৭ টাকা	১৫,৩০২ টাকা

প্রগতি স্কিম

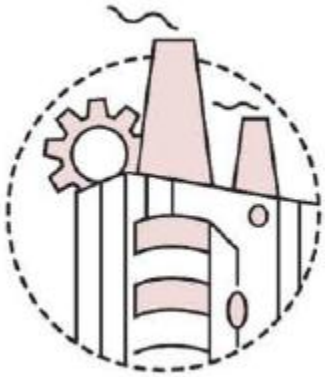

চাকরি করি বেসরকারি, পেনশন স্কিমে আমিও আছি

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি চাকুরিজীবি আনুষ্ঠানিক সেক্টরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাতে অন্তর্ভুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বেসরকারি খাতের চাকুরিজীবি। বেসরকারি খাতের প্রায় সবাই পেনশন সুবিধার বাহিরে রয়েছেন। বেসরকারি খাতে এককালিন সিপিএফ/ইপিএফ ও এককালীন গ্রাচুইটি প্রদানে ব্যবস্থা চালু আছে। বেসরকারি চাকুরিজীবি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে নিয়মিত বেতন থেকে কিছু কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে একটি ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। বেসরকারি চাকুরিজীবিদের জন্য নিয়মিত সঞ্চয় করার ব্যবস্থা ও প্রবীণ বয়সের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রগতি স্কিম চালু করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারী বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে উহার কর্মচারীগণের জন্য এই স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মী এবং বাকী ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ না করলেও, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

প্রগতি স্কিমে মাসিক চাঁদা ও পেনশনের হার

চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (মাসে)	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

সুরক্ষা স্কিম

কৃষক শ্রমিক জেলে তাঁতী, পেনশন স্কিমে সবাই মাতি

এ দেশের প্রায় ৬ কোটি জনগোষ্ঠী অনানুষ্ঠানিক খাতে ও স্বকর্মে নিয়োজিত। এছাড়া, পারিবারিক আয় ও সঞ্চয় থেকেই অনেক গৃহিণী নিয়মিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রবীণ বয়সে পেনশন সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। পেনশন সুবিধার বাইরে রয়ে যাওয়া এই বিপুল জনগোষ্ঠির জন্য সুরক্ষা স্কিম প্রযোজ্য। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি যেমনঃ ব্যবসায়ী, কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতিসহ সকল অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সুরক্ষা স্কিমে মাসিক চাঁদা ও পেনশনের হার

চাঁদা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

সমতা স্কিম

সমতা স্কিমের নিশ্চয়তা, সরকার দেবে সহায়তা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্য সীমার নিম্নে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ (যাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনুর্ধ্ব ৬০ (ষাট) হাজার টাকা) তফসিলে বর্ণিত হারে (৫০০ টাকা) চাঁদা প্রদানপূর্বক এই স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং সমতা স্কিমে সরকার সমপরিমাণ অর্থ জমা করবে। বার্ষিক অনূর্ধ্ব ষাট হাজার টাকা আয় সংক্রান্ত বিষয়ে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেশনের আবশ্যকতা নেই। স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য পেনশন সুবিধার মাধ্যমে আর্থিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ‘সমতা’ স্কিম করা হয়। এই স্কিমে অংশগ্রহণকারী প্রতি মাসে সরকারের নিকট ৫০০ টাকা অনুদান প্রাপ্ত হবে। এই স্কিমে অংশগ্রহণকারীর মাসিক ৫০০ টাকা ও সরকারের অনুদান ৫০০ টাকা। মোট ১০০০ টাকা তার পেনশন ফান্ডে জমা হবে।

সমতা স্কিমে মাসিক চাঁদা ও পেনশনের হার

মাসিক চাঁদার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫,০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫,০০ টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫
৪০	২৯,২০০
৩৫	১৯,১৮৭
৩০	১২,৪৬৬
২৫	৭,৯৫৫
২০	৪,৯২৭
১৫	২,৮৯৪
১০	১,৫৩০

৫.০ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নিবন্ধন ও সাবস্ক্রিপশন

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে বিভাগ ভিত্তিক নিবন্ধনঃ

বিভাগ ভিত্তিক নিবন্ধনঃ

বিভাগ	প্রবাস	প্রগতি	সুরক্ষা	সমতা	সর্বমোট
ঢাকা	২৩০	৪,৪৭১	৭,১৫২	১৭,৩৭৪	২৯,২২৭
চট্টগ্রাম	৫৬৮	৬,৬৬২	৩০,৮১৯	১,৬৯,১২৩	২,০৭,১৭২
রাজশাহী	২০	৪,০০০	৭,২৮৭	২০,৮০৩	৩২,১১০
খুলনা	৪৬	২,০৫০	১,৫৯০	৪,৫৬৮	৮,২৫৪
বরিশাল	৩৪	১,৪৬৫	৩,৩৭৯	১৬,৪২৫	২১,৩০৩
রংপুর	১৭	৩,০৫৬	৫,৮৭৭	৩৬,৪০৯	৪৫,৩৫৯
ময়মনসিংহ	২৪	৯৮৩	১,১৮৮	২,৩৮১	৪,৫৭৬
সিলেট	৫৩	৫৭০	৬,৩১২	১৯,২২০	২৬,১৫৫
সর্বমোট	**৯৯২**	**২৩,২৫৮**	**৬৩,৬০৩**	**২,৮৬,৩০৩**	**৩,৭৪,১৫৬**

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩ লাখ ৭৪ হাজার ১৫৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে সর্বোচ্চ ২ লাখ ০৭ হাজার ১৭২ জন এবং সর্বনিম্ন ময়মনসিংহ বিভাগে ৪ হাজার ৫৭৬ জন নিবন্ধন করেছেন।

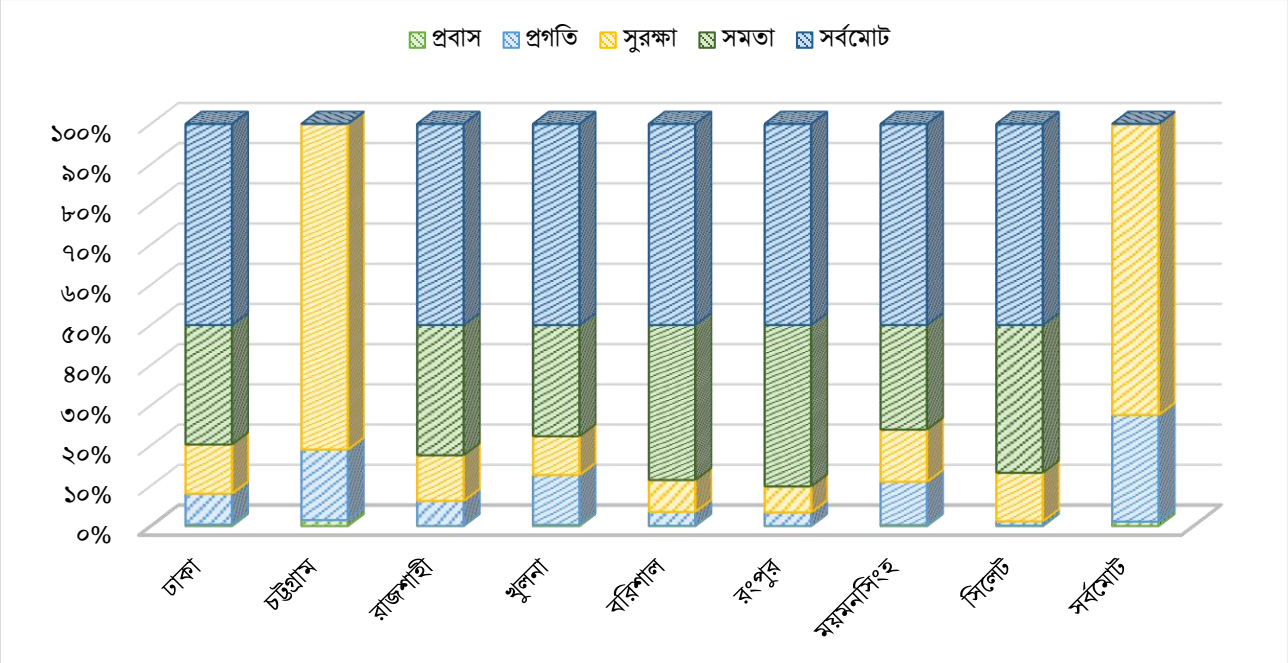

স্কিম ভিত্তিক নিবন্ধনঃ (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত)

স্কিম	নিবন্ধন	পরিমাণ
প্রবাস	৯৯২	৭৫,২৯৯,০০০
প্রগতি	২৩,২৫৭	৭৮৩,৪৯৮,০০০
সুরক্ষা	৬৩,৬০৪	৫৩৮,১৫২,০০০
সমতা	২,৮৬,৩০৩	৪৭৬,৫১১,০০০
সর্বমোট	৩,৭৪,১৫৬	১,৮৭৩,৪৬০,০০০

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩ লাখ ৭৪ হাজার ১৫৬ জন নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে সমতা স্কিমে সর্বোচ্চ ২ লাখ ৮৬ হাজার ৩০৩ জন এবং সর্বনিম্ন প্রবাস স্কিমে ৯৯২ জন নিবন্ধন করেছেন।

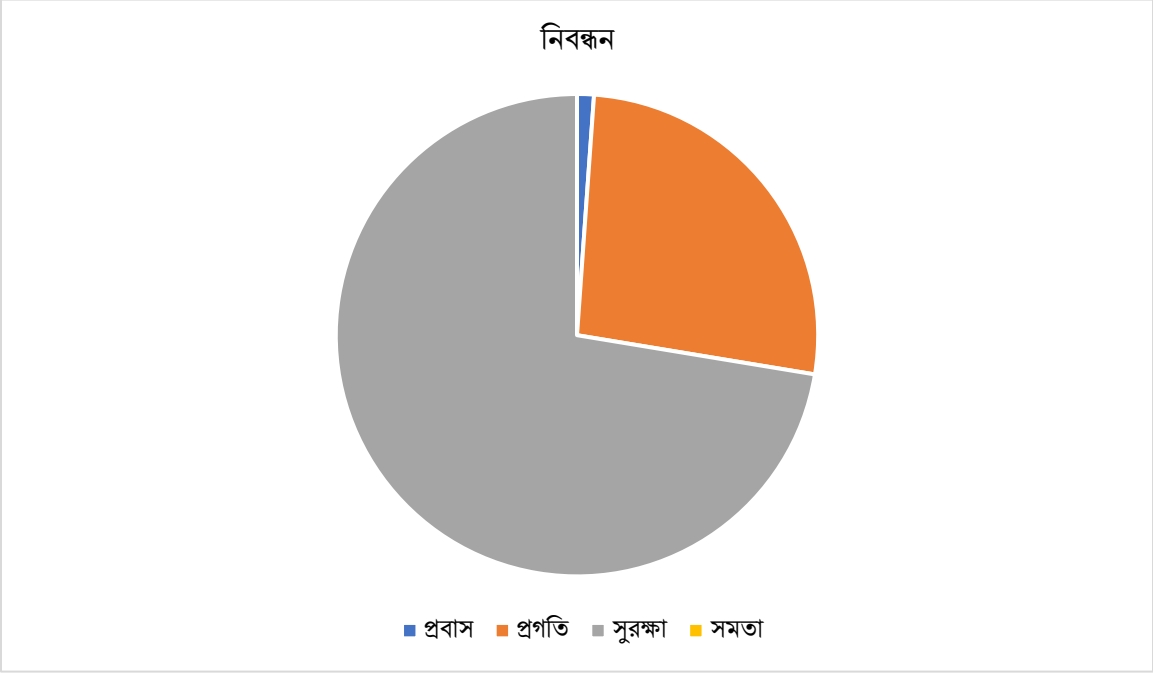

স্কিম ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা মোট নিবন্ধনঃ (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত)

স্কিম	পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য
প্রবাস	৯০৪	৮৮	০
প্রগতি	১৯,১০২	৪,১৪৪	১২
সুরক্ষা	৪৩,৩৮৩	২০,২০৭	১৩
সমতা	১,৫০,০৯০	১,৩৬,২০৬	৭
সর্বমোট	২,১৩,৪৭৯	১,৬০,৬৪৫	৩২

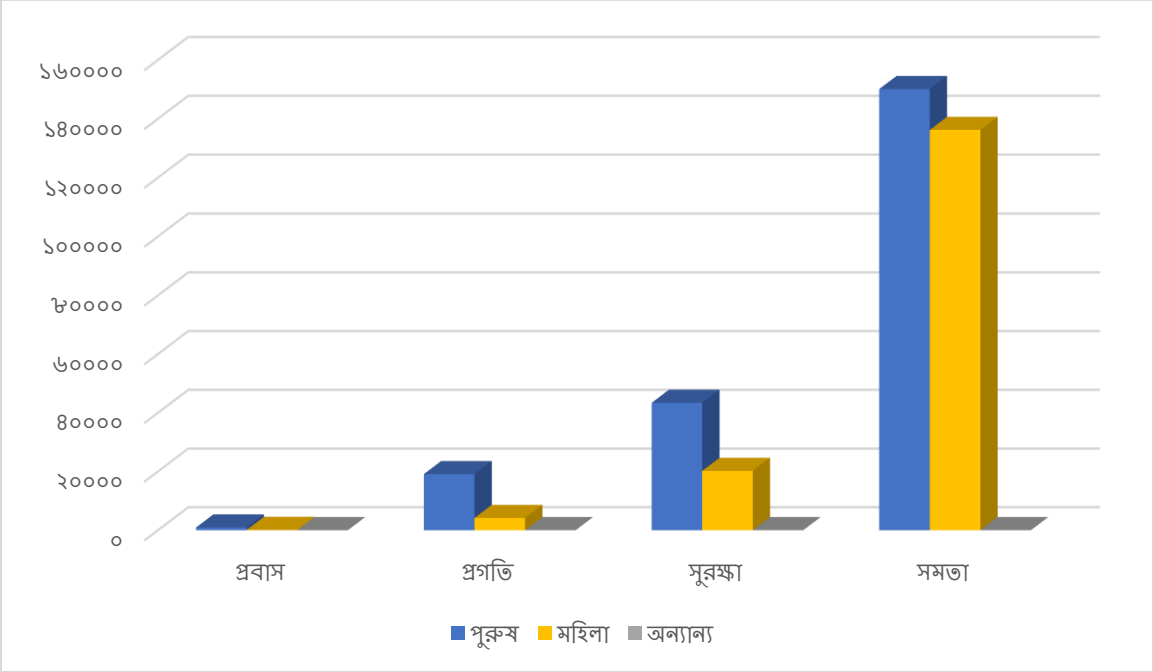

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে স্কিম ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলা মোট নিবন্ধনের মধ্যে সর্বোচ্চ পুরুষ নিবন্ধন যা হচ্ছে ২,১৩,৪৭৯

বয়স ভিত্তিক নিবন্ধনঃ (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত)

স্কিম	১৮-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১+	সর্বমোট
প্রবাস	১৪৩	৪১৬	৩৫৭	৭৬	**৯৯২**
প্রগতি	৩,৩৭৬	৯,৩৮৫	৯,০২৪	১,৪৭৩	**২৩,২৫৮**
সমতা	৬১,০০৭	৯৬,৫৫৩	৯১,১৬৭	৩৭,৫৭৬	**২,৮৬,৩০৩**
সুরক্ষা	১০,২০৮	২০,৭৭০	২৩,৯৭৪	৮,৬৫১	**৬৩,৬০৩**
সর্বমোট	**৭৪,৭৩৪**	**১,২৭,১২৪**	**১,২৪,৫২২**	**৪৭,৭৭৬**	**৩,৭৪,১৫৬**

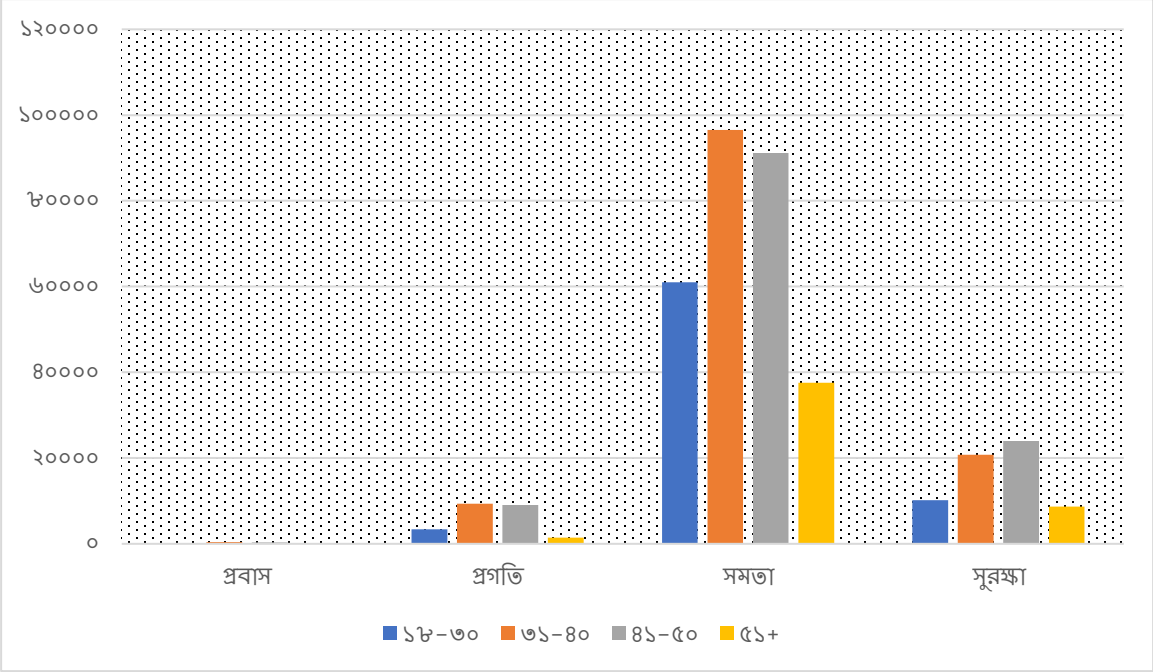

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বয়স ভিত্তিক নিবন্ধন সর্বোচ্চ ১,২৭,১২৪ জন যা ৩১-৪০ বছর বয়সের।

স্কিম	সাবস্ক্রিপশন
প্রবাস	৭৫,২৯৯,০০০
প্রগতি	৭৮৩,৪৯৮,০০০
সুরক্ষা	৫৩৮,১৫২,০০০
সমতা	৪৭৬,৫১১,০০০
সর্বমোট	১,৮৭৩,৪৬০,০০০

স্কিম ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন আদায় (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত)

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ৪টি স্কিমের মধ্যে প্রগতি স্কিমে সর্বোচ্চ ৭৮৩,৪৯৮,০০০ টাকা সাবস্ক্রিপশন আদায় হয়েছে।

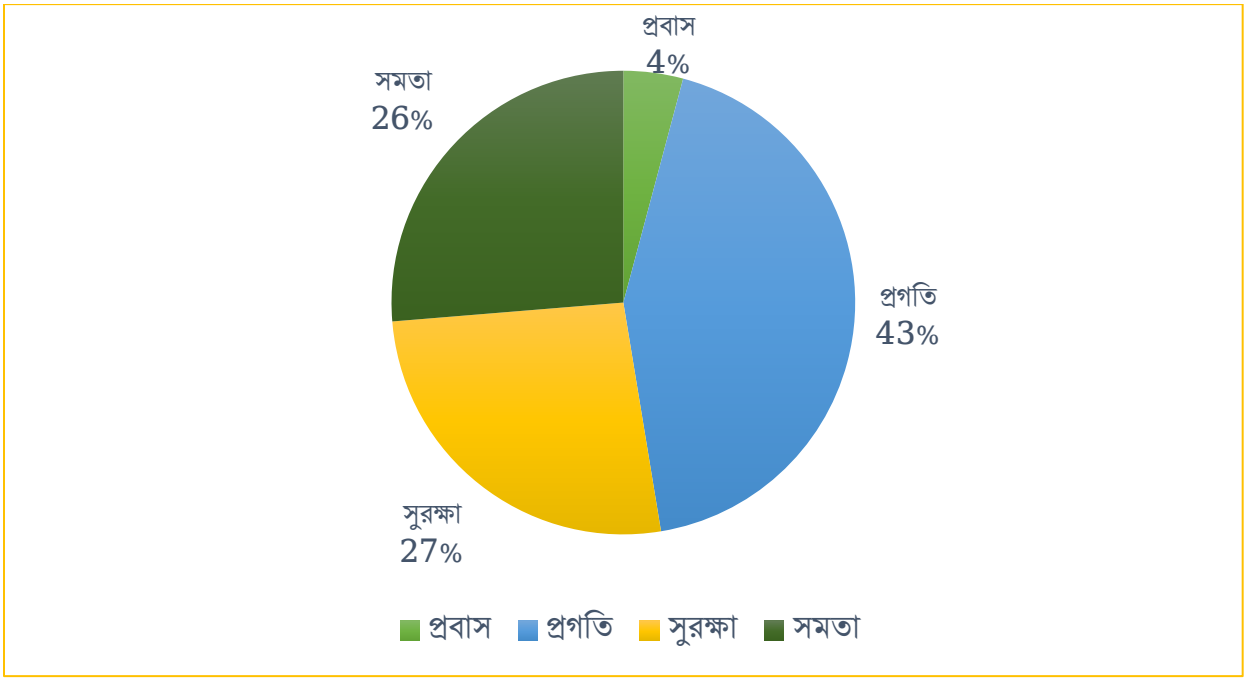

ব্যাংক ভিত্তিক সাবস্ক্রিপশন আদায়

ব্যাংক	প্রবাস	প্রগতি	সুরক্ষা	সমতা	মোট সংগ্রহ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	৫,৪৪০,০০০	৪২,৫২৩,০০০	৫৪,৯৭০,৫০০	২৩,৬৭৬,৫০০	১২৬,৬১০,০০০
বিকাশ	০	১,৬৮,০০০	৪৭,০০০	১০,৫০০	২,২৫,৫০০
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	০	৫০,৮৯,০০০	৫,০০০	৯,০০০	৫১,০৩,০০০
সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২,১৫,৫৫,৫০০	৯৩,৯৭,৪০০০	৩২,৭০,২০০০	৭,০৩,৫০০	১৫,৫২৬,৬৫০০
ডাচ বাংলা ব্যাংক পিএলসি	১০,০০০	২৭,৪২,০০০	১০,৬০,০০০	১,৮৪,৫০০	৩৯,৯৬,৫০০
ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি	০	৯৪,০০০	০	৮,৫০০	১,০২,৫০০
জনতা ব্যাংক পিএলসি	০	০	২,০০০	৪,৫০০	৬,৫০০
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি	০	২৯,০০০	০	০	২৯,০০০
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	০	২৭,২৫,০০০	৭,৩৪,০০০	৫৯,০০০	৩৫,১৮,০০০
নগদ	০	৪৮,৮৪,০০০০	৪৯,১৫,১৫,০০০	৫,৯২৩,৮৫০০	১৫,৭২৩,০০০০
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড					১,১৮,৩১১,৯৫০০
মোট	৭,৫২,৯৮,৫০০	৭৮,৩৪,৯৭,৫০০	৫৩,৮১,৪৬,০০০	২৩,৮২৬,৫০০০	১,৬৩,৫২০,৭০০০

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ব্যাংক ভিত্তিক সর্বোচ্চ সাবস্ক্রিপশন আদায় সোনালী ব্যাংকে ১,১৮,৩১১,৯৫০০টাকা।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট সাবস্ক্রিপশন আদায় হয়েছে ১,৬৩,৫২০,৭০০০ টাকা। সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সাবস্ক্রিপশন আদায় হয়েছে ১,১৮,৩১১,৯৫০০ টাকা, সর্বনিম্ন আদায় হয়েছে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে ৬,৫০০ টাকা।

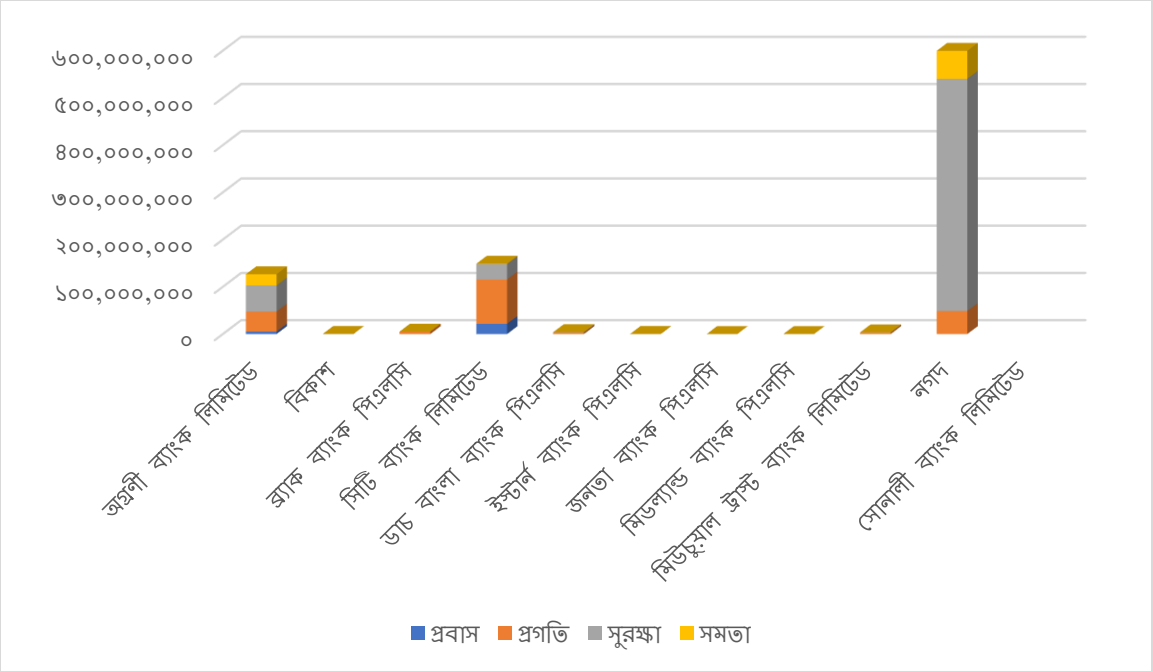

৫.১ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জেলা ভিত্তিক নিবন্ধনের তথ্য

জেলার নাম	নিবন্ধনের সংখ্যা	মোট জমা
বাগেরহাট	৫,৯৯০	১৪,৬৯১,৩২২
বান্দরবান	৫,৫৪০	৬,৯৪০,৬৫২
বরগুনা	৩,৯০৭	১০,৪৪৫,২৭১
বরিশাল	১৭,৯০৭	৩৭,২১১,৪১৫
ভোলা	৯,৭৩৭	১৫,০৭১,৯২০
বগুড়া	২১,৫৮৯	৩২,৮৩৯,৫৫৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩,৮৫৮	২৯,৮৮১,১০২
চাঁদপুর	২৪,৩০৩	৪৬,০৮৩,২৭৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬,৪৬১	১৩,০৪৮,৪৬০
চট্টগ্রাম	১৪১,১১৩	২২৩,৫৫৫,৪৪২
চুয়াডাঙ্গা	১,৮০২	৬,২৪০,৫১৪
কক্সবাজার	২৬,৬৬৪	২৫,৭২৫,০৭১
কুমিল্লা	৭৮,৪১২	১১৯,০৮৭,৩৮৭
ঢাকা	৪২,৫২৫	২১৩,৩৭৭,৯৭০
দিনাজপুর	২৭,৭৮৭	৩৬,১৬১,৪২৫
ফরিদপুর	৭,৩৯৩	১৯,৭৬৩,৫১৮
ফেনী	১৯,১২০	৩৬,০৯৭,৮৭১
গাইবান্ধা	১১,৪৭৮	১৭,৬৫৮,৯৬০
গাজীপুর	৫,৭০৬	২০,৩৯৮,৮৪৪
গোপালগঞ্জ	৬,৯২৩	২০,৪৭৪,৫২৫
হবিগঞ্জ	৬,০৩০	১০,৭৭৭,৮৭৩
জামালপুর	৫,০১২	১৫,৮৭৩,৩৯০
যশোর	১৩,৩১০	৩২,৫৩৮,৪৮৭
ঝালকাঠি	৪,৬৫০	৯,৪২০,৬২৫
ঝিনাইদহ	৫,৬২০	১৫,৯৪৪,৭২৮
জয়পুরহাট	৩,৫৯৪	৬,৬৯৯,৮৫৭
খাগড়াছড়ি	৩০,৭৮৩	২১,৫৮০,৬৩৭
খুলনা	৭,৬৮৫	২৪,৬৫৭,৩৬৪
কিশোরগঞ্জ	৫,০৭৪	১৫,৬৬৮,২৪০
কুড়ি গ্রাম	১৩,২৪১	১৮,৬৫৪,৫২৪
কুষ্টিয়া	৫,০৪৮	১৭,৫৮২,৪৭২
লক্ষ্মীপুর	৯,৮৭৮	২০,৪৫৫,৪৮৮
লালমনিরহাট	৬,৮২৬	১০,৪৩৪,২৭৫
মাদারীপুর	৩,৭১৮	১০,৯৫৫,৫৮৬
মাগুরা	৪,৫১৮	১০,৭২৭,১৫৩
মানিকগঞ্জ	৪,৭৩২	১৩,৬৮৩,৩৩৩
মৌলভীবাজার	৫,৪০৫	১০,৪৬১,৭১৮
মেহেরপুর	১,১৩৮	৩,২৬৪,৩৯৫
মুন্সিগঞ্জ	৬,৫১৬	১৪,৩০৪,৫৪১

ময়মনসিংহ	৯,৮৩৭	৩২,৩৮৬,৭৬৮
নওগাঁ	১১,২৪২	২০,৫৫৬,৩৩২
নড়াইল	২,৮৪৯	৮,৬৫৩,৬৯৫
নারায়ণগঞ্জ	৬,৯২২	২২,৩৯৫,৮২৫
নরসিংদী	৫,৩৭১	১৮,৯৩৯,৩৪৫
নাটোর	৬,৯৭৮	১৪,০৫৮,২৬১
নেত্রকোনা	৬,৮৪২	১৭,৭৬৪,৫১৬
নীলফামারী	১০,৬৭৭	১৪,৪১৮,৫৬৪
নোয়াখালী	১৪,৬৩৬	৪২,৭৯২,৯৭১
পাবনা	১৪,১২৪	৩২,৪৮৩,৩৭৬
পঞ্চগড়	৯,৪০৪	৯,৯৫৪,৩৫৩
পটুয়াখালী	১১,৮৩৭	২০,৬৮৩,৬৪৬
পিরোজপুর	৫,৬৩৮	১৩,৪৯৪,৩৭৮
রাজবাড়ী	২,৪৯৭	৮,৬১৭,১০৯
রাজশাহী	১৯,৭৬৩	৩০,৭৬৮,২৪২
রাঙ্গামাটি	৯,৮৯৫	১৬,২২২,০৮০
রংপুর	১৫,৯১৬	২৮,১০৫,৯৮৩
সাতক্ষীরা	৫,৯২৮	১৫,১১০,২৭৯
শরীয়তপুর	৪,১৪৫	৮,৩৬২,৩২৯
শেরপুর	২,৮৩৫	৬,৬৩৮,৪৪৬
সিরাজগঞ্জ	৮,৫৪১	২৩,২৯৭,৮৭৪
সুনামগঞ্জ	১৫,০৫২	১৬,৪০৫,২২১
সিলেট	২৩,১০১	২৭,৪৬৬,০১৮
টাঙ্গাইল	২২,২৬৪	৪০,৮৩০,০৫২
ঠাকুরগাঁও	৬,৬২৮	১১,৭১৯,৮০৫

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে চট্টগ্রাম জেলায় সর্বোচ্চ নিবন্ধন ও মাসিক জমা। নিবন্ধন সংখ্যা ১৪১,১১৩ এবং মোট জমা ২২৩,৫৫৫,৪৪২ টাকা। সর্বোচ্চ নিবন্ধন কুমিল্লা জেলা দ্বিতীয়তে যার সংখ্যা ৭৮,৪১২ এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মোট জমা ঢাকা জেলায় যার সংখ্যা ২১৩,৩৭৭,৯৭০ টাকা।

বিভিন্ন স্কিম ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রবাস স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

▼

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

▼

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

অথবা

এনআইডি না থাকলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

▼

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

▼

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

▼

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

▼

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

▼

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

▼

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং ইমেইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

▼

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

▼

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

▼

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

প্রগতি স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন মেনু ক্লিক করুন।

প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন তথ্য প্রদান করুন।

সকল তথ্য যথাযথ ভাবে প্রদান করা হলে সাবমিট করুন ।

ইউজার পাসওয়ার্ড সেট করুন ।

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এবার লগইন করুন।

কর্মকর্তা/কর্মচারী রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করে, কর্মীদের নিজ নিজ রেজিস্ট্রেশন করার জন্য নির্দেশনা দিন ।

কর্মীরা সাধারণ পেনশনের নিয়মে তাঁদের এনআইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে।পেমেন্ট করার প্রয়োজন নেই, শুধু আবেদন সাবমিট করতে হবে।

কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন শেষ হলে তাঁরা তাঁদের এনআইডির কপি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে জমা প্রদান করবে।

দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ওয়েবসাইটে লগইন করে এনআইডির কপি ব্যবহার করে আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে সংযুক্ত করবেন।

মাসিক জমা প্রদানের পদ্ধতি

দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি পেনশন ওয়েব সাইটে লগইন করে প্রতিমাসে প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত সকল কর্মীর পেমেন্ট হিসাব তৈরি করবেন। তৈরিকৃত পেমেন্ট স্লিপ প্রিন্ট করে নিবেন ।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মনোনীত ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ হলে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেনশন তহবিলে টাকা জমা হয়ে যাবে। কর্মীরা নিজ নিজ পেনশন ড্যাশবোর্ডে জমাকৃত টাকার প্রতিফলন দেখতে পাবেন ।

সুরক্ষা স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

▼

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

▼

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

▼

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

▼

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

▼

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

▼

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

▼

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

▼

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

▼

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

▼

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

▼

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

সমতা স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

▼

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

▼

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

▼

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

▼

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

▼

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

▼

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

▼

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

▼

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

▼

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

▼

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

▼

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

৬.০ সর্বজনীন পেনশন তহবিল বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ

বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাদের জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তুলতে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের আওতায় তহবিল ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পেনশনভোগীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও তহবিলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে **সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা,২০২৪** প্রণয়ন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে নিয়মিত মাসিক চাঁদা জমা দেন, যা পেনশন তহবিলে সংরক্ষিত হয়। এই তহবিলকে পেনশন কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু ও লাভজনকভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিচালনা করে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর হিসাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মাসিক পেনশন সুবিধা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয় ।

এই বিধিমালার মাধ্যমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ সীমিত রাখা হবে এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ ও লাভজনক খাতগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। এছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থ, তহবিলের স্থায়িত্ব এবং পেনশন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে।

তহবিল বিনিয়োগের এই কাঠামোর মাধ্যমে পেনশন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। এটি শুধুমাত্র অংশগ্রহণকারীর মাসিক পেনশন সুবিধা নির্ধারণে সহায়ক নয়, বরং পুরো পেনশন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করে। ফলে, তহবিল বিনিয়োগ কার্যক্রম পেনশন সুবিধা গ্রহণকারীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয় ।

৬.১ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি

সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ এর ৩ বিধিতে সর্বজনীন পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত বিধিতে বলা হয়েছে:

(১) তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

(ক) কর্তৃপক্ষের সদস্য (তহবিল ব্যবস্থাপনা), যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের সদস্য (বিনিয়োগ নীতি);

(গ) অর্থ বিভাগের ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং

(জ) কর্তৃপক্ষের মহাব্যবস্থাপক (তহবিল ব্যবস্থাপনা), যিনি ইহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে কো- অপ্ট করিতে পারিবে।

৬.২ তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি

সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ এর ৫ বিধিতে সর্বজনীন পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলির উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো:

(ক) আর্থিক বাজার ও পুঁজিবাজারসহ বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কম ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক লাভজনক পোর্টফোলিও বা খাতে বিনিয়োগের সুপারিশ প্রদান;

(খ) তহবিলের ব্যবসা উন্নয়ন ও তহবিলের অনুকূলে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(গ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ নিরূপণে কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) তহবিলের পুঞ্জীভূত অর্থের হিসাবায়ন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদান;
(ঙ) তহবিল এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, সময় সময়, কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ; এবং
সরকার, পরিচালনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ বিষয়ে জারীকৃত নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণপূর্বক তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান।

৭.৩ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ

সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪ এর ৬ বিধিতে সর্বজনীন পেনশন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এগুলো হলো:

(১) তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
(২) বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করিবে।
(৩) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ হইবে নিম্নরূপ, যথা:
(ক) ট্রেজারি বন্ড;
(খ) ট্রেজারি বিল;
(গ) অন্যান্য সরকারি সিকিউরিটি (যেমন- সুকুক, ইত্যাদি);
(ঘ) বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা বা স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে অন্যূন "AA" এবং স্বল্পমেয়াদে অন্যূন "ST-1" অথবা সমমান রেটিং- সম্পন্ন কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত, তবে একাধিক রেটিং সংস্থা কর্তৃক একই প্রতিষ্ঠানকে ভিন্ন ভিন্ন রেটিং প্রদান করা হইলে সেইক্ষেত্রে নিম্নতম রেটিংকে প্রকৃত রেটিং হিসাবে গণ্য করা হইবে;
(ঙ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত মিউচুয়্যাল ফান্ড
(চ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত "A" ক্যাটাগরির বন্ড; এবং
(ছ) সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গৃহীত বাস্তবায়নাধীন বা বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সিকিরিউটিতে বিনিয়োগ।
(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তহবিলের অর্থ কোনোক্রমেই ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা যাইবে না।
(৫) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ কোনো একক খাতে ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) এর অধিক হইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের লক্ষ্যে যথাসম্ভব পরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুশাসন [Environmental Social and Governance (ESG)] নিশ্চিত করিয়া বিনিয়োগের খাতসমূহ নিরূপণ করিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে।
(৭) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি সর্বোচ্চ ডিউ ডিলিজেন্স প্রয়োগ করিয়া সুপারিশ প্রদান করিবে।

উল্লেখ্য যে, ৩০ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ট্রেজারি বিলে ১,৩০,০০,০০০ টাকা এবং ট্রেজারি বন্ডে ১,৯৭,৩৭,৩৮,৩৬৫ টাকা বিনিয়োগসহ সর্বমোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ১,৯৮,৬৭,৩৮,৩৬৫ টাকা।

৭.৪ বাংলাদেশের বাহিরে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ

উক্ত বিধিমালার ৮ বিধিতে বলা হয়েছে সর্বজনীন পেনশন তহবিলের অর্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের বাহিরে বিনিয়োগ করা যাইবে না।

৮.০ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রথম পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং মাসিক কিস্তি প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি মোট ৪১টি ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংক। এই সমঝোতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা যে কোনো ব্যাংকের শাখা বা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সহজেই পেনশনের কিস্তি জমা দিতে পারবেন। পাশাপাশি, ই-পেমেন্ট কার্যক্রম আরও জোরদার করতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বিকাশ ও নগদের সঙ্গে সমঝোতা স্বাক্ষর করা হয়েছে, যা ডিজিটাল লেনদেনকে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও ব্যবহারবান্ধব করবে। এই ব্যবস্থার ফলে অংশগ্রহণকারীরা চাঁদা প্রদানে সময় ও খরচ সাশ্রয় করতে সক্ষম হবেন এবং ব্যাংকগুলো নিজেদের শাখাকে জাতীয় পেনশন ব্যবস্থার **ফ্রন্ট অফিস** হিসেবে ব্যবহার করে স্কিমের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, এই সমঝোতা ব্যাংকিং ও ডিজিটাল পেমেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিবন্ধনকারীদের জন্য পেনশন চাঁদা প্রদান প্রক্রিয়াকে একত্রিত ও স্বয়ংক্রিয় করে তুলেছে, যা স্কিমের স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা ও অংশগ্রহণকারীর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করার উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যাতে বাংলাদেশের কোম্পানি ও কর্মচারীরা সহজে স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যা এমআরএ-তে নিবন্ধিত এনজিও খাতে কর্মরত চাকুরীজীবীদের স্কিমে অংশগ্রহণ সহজ করবে। এছাড়া, নিবন্ধনকারীদের NID নম্বর যাচাই নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন অধিদপ্তরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা সাবস্ক্রাইবার ও তাঁদের নমিনিদের জন্ম ও মৃত্যু তথ্য যাচাই করতে সহায়তা করবে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে।

ডিজিটাল ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা এবং সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮ জুলাই ২০২৪ বিকাশ লিমিটেডের সঙ্গে MoU স্বাক্ষরের মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন ও সুবিধাজনক সেবা নিশ্চিত করা হয়, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকাশের সঙ্গে কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিগত সমাধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের সঙ্গে স্বাক্ষরের মাধ্যমে পেনশন জমা-উত্তোলন, উদ্ভাবনী ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা এবং গ্রাহক সহায়তা কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করা হয়েছে। এই সমঝোতা স্মারকগুলো NPA ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্থিতিশীল সহযোগিতা এবং স্কিমের প্রযুক্তিনির্ভর কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে এনজিওদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে ২৬২০টি নিবন্ধিত এনজিও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমতাভিত্তিক টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে পরিচালিত এনজিওসমূহ কর্মসংস্থানেরও একটি বড় খাত। এনজিও ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সর্বজনীন পেনশনের বিভিন্ন স্কিমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনজিও বিষয়ক বুরো ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) সহ বিভিন্ন এনজিও-র সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। এ সকল সভায় এনজিও ও এনজিওর স্টেকহোল্ডারগণ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে "পপি" ও "এসকেএফ" নামক ২টি বৃহৎ এনজিও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৯২ টি এনজিও রেজিস্ট্রেশন করেছে যার মধ্যে ১০টি বৃহৎ এনজিও রয়েছে। আরও অনেক এনজিও-র নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জনসাধারণকে অংশগ্রহণে আগ্রহী করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় নিবন্ধন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে (UDC) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। দেশের সকল UDC থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন তথা রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে। UDC উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। UDC উদ্যোক্তাগণ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য পেনশন স্কিম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন ফরমটি পূরণ করে দিচ্ছেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবার পর অটো জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি প্রিন্ট করে আবেদনকারীকে প্রদান করছেন এবং পেনশন আইডির বিপরীতে পাসওয়ার্ড তৈরীর বিষয়ে ও পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণ যাতে তাদের স্ব-স্ব UDC তে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উল্লেখ করে 'বিনামূল্যে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে রেজিস্ট্রেশন সহায়তা প্রদান করা হয়' মর্মে দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার টানিয়ে রাখেন, সে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাগণকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি নিবন্ধনের জন্য ১৫(পনের) টাকা হারে ফি প্রদান করা হচ্ছে। সর্বজনীন পেনশনের বহুল প্রচারের নিমিত্ত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে UDC বরাবর সর্বজনীন পেনশন স্কিমের তথ্য সম্বলিত পোস্টার প্রেরণ করা হচ্ছে।

কল সেন্টার ও ওয়েবসাইট চালু

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরী এবং তাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলোর জবাব প্রদানের জন্য একটি কার্যকর কল সেন্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পেনশন কর্তৃপক্ষ আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় একটি কল সেন্টার পরিচালনা করছে। কলসেন্টারের মধ্যে একটি হট লাইন (+৮৮০৯৬১০৯০০৮০০) এবং শর্টকোড নাম্বারের (১৬১৩১) ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কল সেন্টার চালুর মাধ্যমে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জনগণ বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়ার ফলে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইট www.upension.gov.bd এ লগইন করে জনগণের সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ইসলামিক পেনশন স্কিম

সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে দেশের সাধারণ জনগণের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার লক্ষ্যে চলমান স্কিমসমূহের প্রতিটিতে ইসলামিক ভার্সন চালুর বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায়, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও পেনশন শরিয়াহভিত্তিক কাঠামোর লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কিমটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ কাজ করছেন।

প্রচার কার্যক্রমঃ

সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচারের বিকল্প নেই। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ জনগণের মধ্যে স্কিমের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি ও বহুমুখীভাবে স্কিমের সুবিধা, সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়া এবং আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে, যা স্কিমের গ্রহণযোগ্যতা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল;

বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে মেলা, কর্মশালা এবং মন্ত্রণালয়ে কর্মশালা আয়োজন

সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে রাজশাহী ও রংপুরে বিভাগীয় পর্যায়ে ০২ টি এবং উক্ত দুইটি বিভাগের ০৮(আট) টি জেলায় পেনশন মেলা ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যান্য সকল বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে পেনশন মেলা ও কর্মশালা আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সর্বজনীন পেনশনের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন পেনশন স্কিমের প্রাসঙ্গিকতা, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা এবং আকর্ষণীয় দিক সম্পর্কে কর্মশালাগুলোতে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন অংশীজনের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে পেনশন স্কিমসমূহকে আরও আকর্ষনীয় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রচারণার অংশ হিসিবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা হচ্ছে। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ এ পর্যন্ত ০৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মশালার আয়োজন করা হবে।

- ২৬ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৯ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৪ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১৩ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৭ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ১০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২৫ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক ও ইউএনওগণের সাথে জুম মিটিং:

ইতোমধ্যে যেসব জেলায় সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেসব জেলার জেলা প্রশাসক ও ইউএনওগণের সাথে অনলাইন সভার (জুম) মাধ্যমে ফিডব্যাক গ্রহণ এবং সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়েছে। সারাদেশে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয় বহুল প্রচারের জন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসক ও ইউএনওগণের সাথে জুম মিটিং আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

ফেইসবুক ও ইউটিউবে বিজ্ঞাপন প্রচার:

সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০২৫ সালের মে থেকে জুন পর্যন্ত ফেসবুক ও ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত এসব বিজ্ঞাপন ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী প্রায় দুই কোটি (২,০০,০০০০) নাগরিকের কাছে পৌঁছেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনগণকে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সেবা, সুবিধা ও সাবস্ক্রিপশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা সম্ভব হয়েছে, যা ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক নাগরিককে পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই প্রচার কার্যক্রম শহরাঞ্চলের পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে স্কিমের সাথে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার:

বাংলাদেশ বেতার ও টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচের ধারা বিবরণী প্রচার করা হচ্ছে এবং নির্বাচিত খেলাসমূহে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ স্পন্সর হিসেবে কাজ করছে।

- G-tv তে প্রচারকালীন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল)-এর মোট ০৪টি ম্যাচে (ডে ম্যাচ ও নাইট ম্যাচ) ০৪টি স্লটের ২০ বার করে মোট ৮.৩৩ মিনিটের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
- ০৬, ০৯ ও ১২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন চ্যানেলে বাংলাদেশ ও ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ০৩টি টি টোয়েন্টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গেল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
- ১৬, ১৮ ও ২০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ০৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গেল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

- ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. থেকে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ (বিপিএল)-চলাকালীন বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত মোট ৪২টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গোল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. থেকে ০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়ান ট্রফি চলাকালীন বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন চ্যানেলে সম্প্রচারিত বাংলাদেশ এর সাথে ভারত, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান এর মধ্যকার অনুষ্ঠিত ০৩ টি ম্যাচ এবং ০৪ মার্চ ২০২৫ খ্রি. (প্রথম সেমিফাইনাল), ০৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি (দ্বিতীয় সেমিফাইনাল), ০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রি. (ফাইনাল) ম্যাচসহ মোট ০৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গোল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
- ২৫ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. থেকে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ড জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ০৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গোল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

- ১১, ১৩ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. থেকে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ ২০২৫ এ বাংলাদেশ বনাম হংকং, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ০৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের ধারাবিবরণী অনুষ্ঠানে 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' বিষয়ক জনসচেতনামূলক জিঙ্গোল ও বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।

এছাড়াও, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এবং বিশেষ কার্যক্রমসমূহের সংবাদ যথাযথভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়মিতভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

৯.০ চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণ

বৈষম্যহীন সামাজিক কাঠামোয় সকল নাগরিকের জন্য টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকল নাগরিককে সম্পৃক্ত করা এবং সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে চালু হয় সর্বজনীন পেনশন স্কিম। ১৮ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী যে সকল জনগোষ্ঠী বর্তমানে কোনোপ্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর আওতায় নেই, তাদেরকে দ্রুততম সময়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই থেকে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। তবে সার্বিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে উদ্যোগগুলোর পূর্ণ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে এখনও সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহের সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

৯.১ নিবন্ধন বৃদ্ধি:

১৭ আগস্ট ২০২৩ সালে সর্বজনীন পেনশন যাত্রা শুরু করে। ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন সংখ্যা হচ্ছে ৩,৩৮,৯৪১ জন, যার মধ্যে সমতা স্কিমেই নিবন্ধন ২,৫৬,২৯০ জন। দেশের প্রায় দশ কোটি মানুষকে পর্যায়ক্রমে সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আনয়নের যে লক্ষ্য, সেটা বাস্তবায়নে বর্ণিত পরিমাণ নিবন্ধন প্রত্যাশার তুলনায় কম। ফলে নিবন্ধন বৃদ্ধি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সর্বজনীন পেনশনকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হলে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এর আওতায় নিবন্ধন করার চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করতে হবে। এরজন্য প্রচারের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া স্কিমসমূহকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হচ্ছে।

৯.২ পেনশন স্কিমের নিবন্ধন ঐচ্ছিক রাখা:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনকে বাধ্যতামূলকের বদলে ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেনশন স্কিমে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক রাখা হলেও আমাদের দেশে এ ধারণা নতুন বিবেচনায় তা ঐচ্ছিক রাখা হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ পেনশন স্কিমে অংশ নিতে কিছুটা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করছে। জনসাধারণের সচেতনতার অভাবে এখনো লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয়ে উঠছেনা। ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলে এবং স্কিমসমূহের সুবিধা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাদের নিবন্ধনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন ব্যয় সরকার বহন করে বিধায় সর্বজনীন স্কিম সবচেয়ে লাভজনক; কেননা সাবস্ক্রাইবারদের জমাকৃত অর্থের বিনিয়োগে যে মুনাফা অর্জিত হবে তার পুরোটাই সাবস্ক্রাইবারগণের কর্পাস হিসেবে প্রদান করা হয়। ফলে দেশে চলমান যেকোনো স্কিম থেকে এই স্কিম লাভজনক হওয়ায় জনসাধারণের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৯.৩ বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক খাত:

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের সংখ্যা অনেক বেশি। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়ায় পেনশন স্কিমে নিবন্ধন বৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের শ্রমশক্তির ৮৪ দশমিক ৯ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে বিশ্বে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। দেশে গত কয়েক বছরে শিক্ষার হার বেড়েছে। উচ্চশিক্ষিত তরুণদের সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু সে অনুপাতে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বাড়েনি। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশের উচ্চশিক্ষিত তরুণদের ৬০ দশমিক ৬ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতের হার ২৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এমতাবস্থায়, আনুষ্ঠানিক খাতে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হলে এ খাতে জনবল বৃদ্ধি পাবে। শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের জন্য প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণের আইনগত সুযোগ সৃষ্টি করা হলে মালিক এবং শ্রমিক পক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন বৃদ্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৯.৪ অনলাইন নিবন্ধন:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন থেকে শুরু করে যাবতীয় সেবা অনলাইনে প্রদান করা হবে। মাঠ পর্যায়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের অফিস না থাকায় অনলাইন ছাড়া অফলাইনে ডেস্ক অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্ভব নয়। এছাড়া দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশের ইন্টারনেট অ্যাক্সেসেরও ঘাটতি আছে। ফলশ্রুতিতে যারা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস থেকে বাইরে আছেন এবং অনলাইনে নিবন্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ নয় তারা নিবন্ধন প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে পড়ছেন। আগামীতে মাঠ পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা গেলে এবং অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা গেলে নিবন্ধন সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের শাখা/উপশাখার মাধ্যমে নিবন্ধন করার সুযোগ রাখা হলেও এখনও এ বিষয়ে জনসাধারণকে সামগ্রিকভাবে অবহিত করা সম্ভব হয়নি। জনসচেতনতা বৃদ্ধির নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৯.৫ সঞ্চয় প্রবণতার ঘাটতি:

নিম্ন আয়ের মানুষের সঞ্চয় করার মতো পর্যাপ্ত ক্যাশ থাকে না। তাছাড়া মানুষজনের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতাও কম। ফলে, পেনশন স্কিমের মতো দীর্ঘমেয়াদী স্কিমে সঞ্চয় বা বিনিয়োগে মানুষের আগ্রহ পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষের নিরবচ্ছিন্ন আয়ের ক্ষেত্রেও উত্থান পতন রয়েছে যা এক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পেনশন স্কিম যে মানুষের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে সে বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা গেলে নিবন্ধন বাড়বে।

৯.৬ পেনশন স্কিমকে অধিকতর আকর্ষণীয়করণ:

পেনশন স্কিম একটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাসে মাসে টাকা জমা দিলে ৬০ বছর বয়স থেকে পেনশন প্রাপ্যতা তৈরি হয়। এ দীর্ঘ সময় অর্থ জমা করার পর প্রাপ্যতা অর্জিত হয় বিধায় অনেক জমাকারী হতাশ হয়ে যান। সে কারণে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করা গেলে নিবন্ধন বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সুবিধার পাশাপাশি যৌক্তিক প্রিমিয়ামের বিপরীতে বীমা সুবিধা প্রদানের বিষয়ও পরীক্ষাধীন রয়েছে। বীমা সেবা এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, সর্বজনীন পেনশন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষায় অনগ্রসরতা, স্মার্ট ডিভাইস পরিচালনার অদক্ষতা, প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের ব্যাংক হিসাব না থাকা বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস পরিচালনায় ঘাটতি নিবন্ধনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করার ফলে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে এখনো পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। এসকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্টেকহোল্ডার কনসাল্টেশনের মাধ্যমে সাবস্ক্রাইবারদের চাহিদা অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অধিকতর সহজীকরণ করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৯.৭ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট ও বিনিয়োগ:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সাবস্ক্রাইবারদের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়, যা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। পরবর্তীতে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সাবস্ক্রাইবারদের চাঁদার টাকা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কম ঝুঁকিপূর্ণ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। অধিক লাভজনক এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সরকারি ট্রেজারি বিল এবং ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। পেনশন স্কিমের সাবস্ক্রাইবারদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ফান্ডের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বিশাল অংকের ফান্ড যথাযথভাবে ম্যানেজমেন্ট করাটা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ হবে। বিশেষ করে ফান্ডের ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করার পাশাপাশি তার বিনিয়োগ ও বিনিয়োগ হতে সর্বোচ্চ রিটার্ন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ফান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এ বিষয়ে পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেতন রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক Best Practice সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

৯.৮ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির অভাব:

সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইনের আওতায় একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক সাবস্ক্রাইবারদের তথ্য, আবেদন নিষ্পত্তি, জনসেবা, প্রচার কার্যক্রম, পেনশন ও অ্যানুইটি হিসাবরক্ষণ, নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ কর্মযজ্ঞকে গতিশীল রাখতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জনবল নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। ইতোমধ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের জন্য ৫৭টি পদসৃজনের সরকারি সম্মতি পাওয়া গেছে। এসব পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমন্বিত জনবল কাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সরকারি সহযোগিতায় কাজ করে চলেছে।

৯.৯ তথ্য প্রযুক্তি এক্সপার্ট নিয়োগ:

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সকল কার্যক্রম অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে পেনশন ও অ্যানুইটি সেবা প্রদান পুরোটাই অনলাইনভিত্তিক। বিশাল জনগোষ্ঠীকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সেবা দেওয়ার জন্য দরকার তথ্য প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ আইটি জনবল এবং স্মার্ট এমআইএস, যা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে ডাটা সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ডাটার ব্যাক-আপ, অনলাইন সিস্টেমগুলোর বিজনেস প্রসেস সৃষ্টি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ একটি চ্যালেঞ্জ। সর্বজনীন পেনশন স্কিমটি আইটিভিত্তিক সিস্টেমে চলবে বিধায় আরও তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ আইটি জনবল জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রয়োজন। এজন্য এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় একটি দক্ষ আইটি টিম গঠনে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে।

৯.১০ পেনশন সুবিধা প্রদান সহজীকরণ:

অতীতে দেখা গেছে যে, সরকারি পেনশন সুবিধা গ্রহণে মানুষকে নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে যাতে ওয়ান স্টপ সেবার মাধ্যমে অর্থাৎ অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অফিসে না এসে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পেনশন সুবিধা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে জমা হয় তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পেনশন সুবিধা গ্রহণের সময় কোনো পেনশনার যাতে হয়রানির মুখোমুখি না হন সেজন্য সর্বজনীন পেনশনের এমআইএস (MIS) সিস্টেমকে আধুনিক ও বিশ্বমানের করার বিষয়টিকে সামনে রেখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলেছে। এটি নিশ্চিত করা গেলে সর্বজনীন পেনশনের উপর মানুষের আস্থা তৈরি হবে এবং সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

৯.১১ প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা, সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ:

পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্টে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শতভাগ নিশ্চিত করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমে সম্পন্ন হবে বিধায় যেকোনো প্রকার ডিজিটাল হ্যাকিং ও ফ্রড থেকে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। সাবস্ক্রাইবারদের চাঁদার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে। সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম পরিচালনায় শতভাগ সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকলে তা জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটির উপর আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করবে এবং এভাবেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হবে।

উন্নত দেশে জনগণের জন্য আধুনিক পেনশন ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারীদের বাইরে এই প্রথম সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি Transition এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাই, বিশ্বের অন্যান্য Transitional economy এর মতো বাংলাদেশও বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জলবায়ু

পরিবর্তনের ফলে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশের সর্বস্তরের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এবং সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সামাজিক সুরক্ষা বলয় শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও আকর্ষণীয় সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাস্তবায়ন সম্ভব হলে ভবিষ্যতে বিদ্যমান Social Safety Net কর্মসূচির বরাদ্দ ধীরে ধীরে কমে আসবে যা সরকারের ভবিষ্যৎ আর্থিক দায় হ্রাসের পাশাপাশি নাগরিকদের ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।

৯.১২ প্রচার:

সরকারি কর্মচারীদের নিকট পেনশন ব্যবস্থাটি পরিচিত হলেও সাধারণ জনগণের নিকট এটি একটি নতুন ধারণা। ফলশ্রুতিতে, সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে প্রচারের বিকল্প নাই। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দসহ সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাটি একজন মানুষের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে; এটি মানুষের মনে প্রকৃত অর্থেই বদ্ধমূল হওয়া জরুরি, যা সঠিক ও নিয়মিত প্রচারের মাধ্যমেই সম্ভব। গণযোগাযোগ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বহুমুখী এবং কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্যে কমিউনিকেশন বিশেষজ্ঞদের সেবা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পেশাদারিত্বের সাথে এই কাজটি করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করছে এবং পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের পেনশন ব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

১০.০ ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

১০.১ প্রচার ও জনসংযোগের মাধ্যমে পেনশন সচেতনতা বৃদ্ধি: সর্বজনীন পেনশন স্কিম সম্পর্কে সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রচার ও জনসংযোগ কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সর্বজনীন পেনশন স্কিম সরকার গৃহীত নতুন একটি জনমুখী কার্যক্রম সেহেতু স্কিমসমূহের সুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করা জরুরী। সঠিক প্রচার মানুষের মধ্যে আস্থা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং গণমাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে তথ্য দ্রুত পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, টেলিভিশন, রেডিও ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে ভবিষ্যতে তা আরও বেগবান করার মাধ্যমে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা তৈরি হবে। মোবাইল এসএমএস ও কল সেন্টারের মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের কাছে বার্তা পৌঁছানো যেতে পারে। শহর ও গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড ও পোস্টার স্থাপন জনদৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং সচেতনতা বাড়াবে। স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা গেলে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে। ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে জনগণের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন, প্রচার সামগ্রী প্রকাশ এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সচেতনতা বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রচারে স্কিমের উপকারিতা, যোগদানের নিয়ম ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। কার্যকর জনসংযোগের মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিতে উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য আরও দ্রুত ও সফলভাবে অর্জিত হবে।

১০.২ আধুনিক ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো গঠন: আধুনিক ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো যে কোনো কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা, ডেটা সুরক্ষা নিশ্চিত করা, উন্নত কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবন ও ডিজিটাল রূপান্তরকে সক্ষম করার জন্য অপরিহার্য। এটি সাইবার হুমকি মোকাবিলা, গ্রাহকদের আস্থা অর্জন, এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কার্যকর বাস্তবায়নে আধুনিক ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভার ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে ভবিষ্যতে নিজস্ব ডাটা সেন্টার ও সার্ভার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে তথ্য সুরক্ষা, গোপনীয়তা ও ডাটার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে; ভবিষ্যতে এটিকে আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে। উন্নত সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে অননুমোদিত প্রবেশ রোধ এবং ডাটা হ্যাকিংয়ের ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে। আধুনিক নেটওয়ার্ক ও ক্লাউড-ভিত্তিক সিস্টেম তথ্যপ্রবাহকে করবে দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন। ব্যাকআপ

ও ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম সংযোজন করলে জরুরি পরিস্থিতিতেও কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যাবে। প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সংযোজনের পাশাপাশি দক্ষ আইটি জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান জরুরি। টেকনিক্যাল টিমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা অ্যানালিটিক্স ও অটোমেশন বাস্তবায়ন করা গেলে কার্যক্রম আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হবে। এইভাবে আধুনিক ও নিরাপদ আইটি অবকাঠামো গড়ে তুললে সর্বজনীন পেনশন সেবার মান ও জনগণের আস্থা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

১০.৩ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সর্বোত্তম ব্যবহার: গ্রামীণ পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে ৪৫৭৮টি ইউডিসি রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইউডিসিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের প্রচার, নিবন্ধন ও তথ্য প্রদানে এসব সেন্টারকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারলে স্কীমসমূহের প্রচার-প্রসার ও সেবার পরিধির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে। ইতোমধ্যে উদ্যোক্তাদেরকে পেনশন স্কীমে নিবন্ধনের কাজে লাগানো হয়েছে এবং তাদেরকে কিছুটা প্রনোদনাও দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি ইউডিসিতে প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে জনগণকে পেনশন স্কিম সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব। ইন্টারনেট সংযোগ, অনলাইন ফর্ম পূরণ, আবেদন যাচাই ও পেমেন্ট সেবা প্রদানে ইউডিসিকে ব্যবহার করলে গ্রামীণ জনগণ সহজেই সেবাগ্রহণ করতে পারবে। এতে ব্যাংক বা শহরমুখী যাতায়াতের প্রয়োজন কমে যাবে। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে এসব সেন্টারকে নিয়মিত তদারকি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে। ইউডিসি উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা যায় কিনা তাও পরীক্ষাধীন রয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলো গ্রাম পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন সেবার প্রধান সহায়ক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১০.৪ সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে তফসিলি ব্যাংকের সক্রিয় ভূমিকা সম্প্রসারণ: সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে তফসিলি ব্যাংকের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে গ্রামীণ জনগণকে সেবার আওতায় আনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এসব ব্যাংক সরাসরি গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত হয়ে লেনদেন প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করতে সক্ষম। সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং মাসিক জমা প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি মোট ৪১টি ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সবকটি তফসিলি ব্যাংকে কাজে লাগানো গেলে তাদের মাধ্যমে পেনশন অ্যাকাউন্ট খোলা, নিয়মিত চাঁদা জমা এবং মেয়াদ শেষ হলে অর্থ উত্তোলন করা সহজতর হবে। তফসিলি ব্যাংকের শাখা/উপশাখা-প্রতিনিধি গ্রামীণ জনগণকে তথ্য প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে পারে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম সমন্বয় করলে পেনশন কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান উন্নত করা সম্ভব। এছাড়াও প্রযুক্তিনির্ভর সেবা যেমন মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন লেনদেন এবং স্বয়ংক্রিয় নোটিফিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম আরও কার্যকর করা যাবে। স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যাংকের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় সভা আয়োজন এ কার্যক্রমের নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করবে। তফসিলি ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি উভয়েই উন্নতি হবে। ফলে সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও বিস্তৃত হবে।

১০.৫ সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহের আধুনিকীকরণ ও সময়োপযোগী পরিবর্তন নিশ্চিতকরণ: সর্বজনীন পেনশন স্কিমসমূহকে সর্বদা কার্যকর ও আকর্ষণীয় রাখার জন্য নিয়মিত সংস্কার অপরিহার্য। স্কিমের নীতি, প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা সময়োপযোগী করা হলে সদস্যদের সেবা গ্রহণ আরও সহজ ও দ্রুত হবে। প্রয়োজনে নতুন নীতি ও নির্দেশনা প্রণয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর করা যাবে। সদস্যদের প্রয়োজন ও প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী স্কিমের নিয়মাবলী সংশোধন করা উচিত। প্রযুক্তিগত দিক থেকে সফটওয়্যার ও ডাটাবেস আপডেট করা জরুরি। আধুনিক ডাটাবেস ও সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করলে তথ্য সুরক্ষা বৃদ্ধি পাবে। প্রতি স্কিমে ইসলামিক ভার্সন চালুর বিষয়টি বর্তমানে পরীক্ষাধীন রয়েছে। ভবিষ্যতেও গ্রাহকের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় নিয়ে স্কিমসমূহে নিয়মিত যুগোপযোগী সংস্কারে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকতে বদ্ধপরিকর।

১০.৬ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ-উন্নয়ন উদ্যোগ: কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন উদ্যোগ অপরিহার্য। একজন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা সেবা প্রদানে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও সক্ষমতা উন্নত করা সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করে। কর্মকর্তাদের জন্য মেন্টরিং, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুললে দক্ষতা বৃদ্ধি আরও নিশ্চিত হবে। কর্মক্ষেত্রে সমন্বয় ও নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন সম্ভব। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকর্তারা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের নীতি, প্রক্রিয়া এবং জনগণকে সহায়তা প্রদানে আরও সক্ষম হবেন। দক্ষ কর্মকর্তারা নতুন প্রযুক্তি ও কার্যপ্রণালী দ্রুত আয়ত্ত করতে পারবেন। নিয়মিত মূল্যায়ন ও ফলাফল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের প্রেরণা জোগাবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সেবার মানে গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে কর্মপরিকল্পনার কার্যকারিতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও উন্নত হবে।

১০.৭ প্রফেশনাল এক্সপার্ট নিয়োগের মাধ্যমে স্কিম কার্যক্রমের মান উন্নয়ন: সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কার্যকারিতা ও মান উন্নয়নের জন্য প্রফেশনাল এক্সপার্টদের নিয়োগ করা যেতে পারে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ এক্সপার্টরা স্কিমের নীতি, প্রক্রিয়া এবং কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে গবেষণা করবেন এবং সময়োপযোগী পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিবেন। তাদের গবেষণালব্ধ পরামর্শ স্কিমের স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করবে। তারা সদস্য সেবা, ফান্ড ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবেন। নিয়মিত পর্যালোচনা ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে স্কিমের প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা সম্ভব। এক্সপার্টরা নতুন নীতি, উদ্ভাবনী সমাধান এবং কার্যক্রম উন্নয়নে সময়োপযোগী ও আধুনিক পরামর্শ প্রদান করবেন। তাদের সহযোগিতায় স্কিম পরিচালনার মান ও সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত মূল্যায়ন ও ফলাফল ভিত্তিক নির্দেশনা কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে। দক্ষ এক্সপার্টদের অংশগ্রহণের ফলে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষ্য দ্রুত অর্জিত হবে।

১০.৮ উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ: সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কাজকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসু করবে। আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস ও মানদণ্ড অধ্যয়ন করে স্কিমের নীতি ও প্রক্রিয়া উন্নত করা সম্ভব। অভিজ্ঞ দেশগুলোর সফল মডেল থেকে শিক্ষণীয় দিকগুলো অনুসরণ করলে কার্যক্রম আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে। প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট ব্যবস্থাসহ সার্বিক কার্যক্রম অনুসরণ করে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কাজে লাগাতে হবে। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সদস্য সেবা প্রদান পদ্ধতি আমাদের স্কিমে প্রয়োগযোগ্য। নিয়মিত মূল্যায়ন ও ফলাফল ভিত্তিক নির্দেশনা গ্রহণ কার্যক্রমের মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস অনুযায়ী নীতি ও নির্দেশনা সংশোধন করলে সেবার গুণমান মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

১০.৯ সার্বজনীন পেনশন স্কিমে সাবস্ক্রাইবারদের আস্থা বৃদ্ধি: সর্বজনীন পেনশন স্কিম একটি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে; তা সাবস্ক্রাইবারদের স্পষ্টভাবে বোঝানো জরুরি। অনেক সাবস্ক্রাইবার আশঙ্কা করেন তাদের জমানো অর্থ শেষ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে কি-না। সদস্যদের এ ধরণের সংশয় দূর করতে যথাযথ প্রচার ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে, যেহেতু স্কিমটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত, তাই তাদের সঞ্চিত অর্থ শতভাগ নিরাপদ। সরকারি নিশ্চয়তা সদস্যদের মানসিক স্বস্তি ও স্থিতিশীলতা প্রদান করে। নিয়মিত তথ্য সরবরাহ, প্রশ্নোত্তর সেবা এবং প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের সহায়তা সাবস্ক্রাইবারদের আস্থা জোরদার করে। স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে আস্থা বৃদ্ধি সম্ভব। প্রযুক্তি নির্ভর লেনদেন ও স্বচ্ছ ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। কল সেন্টার ও হেল্পলাইন সেবার মাধ্যমে সদস্যদের উদ্বেগ ও সংশয় দূর করা সম্ভব। সময়োপযোগী পর্যালোচনা ও মনিটরিং সেবা প্রদানের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাবস্ক্রাইবারদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করলে সেবা আরও উন্নত করা সম্ভব। ফলে সর্বজনীন পেনশন স্কিম একটি নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণকারীর জন্য নিরাপদ রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০.১০ কার্যকরী কল সেন্টার ও পরামর্শ কেন্দ্র চালু: সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সঠিক বাস্তবায়ন ও সদস্যদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী কল সেন্টার ও পরামর্শ কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সদস্যরা দ্রুত তথ্য ও পরিসেবা পেতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মকর্তারা সদস্যদের প্রশ্নোত্তর, সমস্যা সমাধান এবং নীতি সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করবেন। কল সেন্টার সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধি এবং সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কনসালটেশন কেন্দ্র সরাসরি পরামর্শ, প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান নিশ্চিত করবে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে লেনদেনের স্বচ্ছতা এবং কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। স্থানীয় প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করলে কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণযোগ্য হবে। সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহ ও হেল্পলাইন সেবা সদস্যদের আস্থা জোরদার করবে। অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করে সেবার মান উন্নত করা সম্ভব। সরকারের তদারকি ও মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বজায় রাখা যায়। নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি সহজতর হয় এবং সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্য দ্রুত অর্জিত হয়। কল ও পরামর্শ কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ হলে স্কিম আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য হয়। বর্তমানে সীমিত পরিসরে কল সেন্টার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তা আরও সম্প্রসারণে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছে।

১০.১১ নিরাপদ ও ফলপ্রসূ বিনিয়োগ পরিকল্পনা: সর্বজনীন পেনশন স্কিমের অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও ফলপ্রসূ বিনিয়োগ পরিকল্পনা অপরিহার্য। বিনিয়োগের সময় ঝুঁকি মূল্যায়ন করে সম্ভাব্য ক্ষতি কমানো এবং লাভের সম্ভাবনা সর্বাধিক করা গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনা ঝুঁকি হ্রাসে সহায়ক। সরকারী নীতি ও নিয়ন্ত্রক নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিনিয়োগ করা হবে। প্রফেশনাল এক্সপার্টদের পরামর্শ গ্রহণ করে কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করা সম্ভব। নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ বিনিয়োগের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। সতর্ক ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সদস্যদের আস্থা বৃদ্ধি করে। স্বচ্ছ আর্থিক নীতি ও তথ্য সরবরাহ বিনিয়োগের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে টেকসই প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা হবে। ব্যাকআপ ব্যবস্থা ও তদারকি বিনিয়োগ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সময়োপযোগী মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস বিনিয়োগ কার্যকারিতা উন্নত করবে। নতুন সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ মূল্যায়ন করে পরিকল্পনা সমন্বয় করা হবে। সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় নিরাপদ থাকবে। পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য ও সতর্ক পরিকল্পনা নিশ্চিত করলে তা ফলপ্রসূ হবে। এভাবে, নিরাপদ ও ফলপ্রসূ বিনিয়োগ পরিকল্পনা সর্বজনীন পেনশন স্কিমের স্থায়িত্ব ও আস্থা নিশ্চিত করবে।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন আইন, বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপন

- সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা
- পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠনের প্রজ্ঞাপন
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরি মেয়াদ ও শর্ত সম্পর্কিত বিধিমালা,২০২৩
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী (মার্চ ১৩, ২০২৪ ও আগস্ট ৭, ২০২৪))
- আয়কর রেয়াত এবং করমুক্ত পেনশন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন
- সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা, ২০২৪
- প্রত্যয় স্কিম বাতিলের প্রজ্ঞাপন
- সর্বজনীন পেনশন হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় ও জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় করমুক্ত সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন

২০২৪–২৫ অর্থবছরের বাজেট

রিপোর্ট গ্রহনের তারিখ ও সময় ০৭/০৭/২০২৫ ১১:১৮

১ [আইবাস++ রিপোর্ট]

১০৯ - অর্থ বিভাগ

১০৯০১ - সচিবালয়, অর্থ বিভাগ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড / অপারেশন কোড / অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	সংশোধিত (২০২৪-২৫) সর্বমোট	সংশোধিত (২০২৪-২৫) জিওবি	সংশোধিত (২০২৪-২৫) নিজস্ব	বাজেট (২০২৫-২৬) সর্বমোট	বাজেট (২০২৫-২৬) জিওবি	বাজেট (২০২৫-২৬) নিজস্ব
	পরিচালন কার্যক্রম						
	সহায়তা কার্যক্রম						
১০৯০১০১	**সচিবালয়, অর্থ বিভাগ**						
১৩১০০০১৩০০	**ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ**						
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা**						
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৭,০০,০০	৭,০০,০০	০	৭,২০,০০	৭,২০,০০	০
	উপমোট - পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা :	**৭,০০,০০**	**৭,০০,০০**	**০**	**৭,২০,০০**	**৭,২০,০০**	**০**
	মোট - ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ:	**৭,০০,০০**	**৭০,০০০,০০**	**০.০০**	**৭২,০০০,০০**	**৭২,০০০,০০**	**০.০০**
১৩১০২০৭০১	**জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ**						
৩৬৩১১০১	**বেতন বাবদ সহায়তা**						
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৭৯,৩৩	৭৯,৩৩	০	১,৬৫,৭৬	১,৬৫,৭৬	০
৩১১১৩৪২	বিশেষ সুবিধা	৪,৭০	৪,৭০	০	৬,৬১	৬,৬১	০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৬,২৮	৬,২৮	০	২৬,৩৭	২৬,৩৭	০
	উপমোট - বেতন বাবদ সহায়তা :	**৯০,৩১**	**৯০,৩১**	**০**	**১,৯৮,৭৪**	**১,৯৮,৭৪**	**০**
৩৬৩১১০২	**ভাতাদি বাবদ সহায়তা**						
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	০	০	০	১৮	১৮	০
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	০	০	০	৩,৮৯	৩,৮৯	০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	০	০	০	১,০০	১,০০	০
৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৬৬,০০	৬৬,০০	০	১,২৫,৫৭	১,২৫,৫৭	০
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৩,১৯	৩,১৯	০	৩,২৪	৩,২৪	০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	০	০	০	৪	৪	০
৩১১১৩১৫	পোশাক ভাতা	০	০	০	৫০	৫০	০
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০	০	০	৫	৫	০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	০	০	০	৩,০০	৩,০০	০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২,৭৪	২,৭৪	০	১৪	১৪	০
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	০	০	০	৫০	৫০	০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	০	০	০	৭৬	৭৬	০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	০	০	০	১২	১২	০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	০	০	০	১০	১০	০
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	১৯,৮৩	১৯,৮৩	০	৩২,০১	৩২,০১	০
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৩,৬৬	৩,৬৬	০	২,০০	২,০০	০
	উপমোট - ভাতাদি বাবদ সহায়তা :	**৯৫,৪২**	**৯৫,৪২**	**০**	**১,৭৩,১১**	**১,৭৩,১১**	**০**
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা**						
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১০,০০	১০,০০	০	১০,০০	১০,০০	০
৩২২১১১০	কমিশন	০	০	০	৫,০০	৫,০০	০
৩২২১১০১	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি	৩,০০	৩,০০	০	২,৫০	২,৫০	০
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	৫০,০০	৫০,০০	০	৭২,০০	৭২,০০	০
৩২১১১১৫	পানি	৫,০০	৫,০০	০	১,০০	১,০০	০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১৫,০০	১৫,০০	০	১০	১০	০
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১৫,৩০	১৫,৩০	০	৫০	৫০	০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	২০,০০	২০,০০	০	৫০	৫০	০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৫০,০০	৫০,০০	০	৫,০০,০০	৫,০০,০০	০
৩২১১১২০	টেলিফোন	৫,০০	৫,০০	০	১০,০০	১০,০০	০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৩০,০০	৩০,০০	০	১,০০,০০	১,০০,০০	০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৫,০০,০০	৫,০০,০০	০	৭,৫০,০০	৭,৫০,০০	০
৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	১,০০,০০	১,০০,০০	০	১,০০,০০	১,০০,০০	০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	২০,০০	২০,০০	০	৩,৫০	৩,৫০	০

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	সংশোধিত (২০২৪-২৫)			বাজেট (২০২৫-২৬)		
				সর্বমোট	জিওবি	নিজস্ব	সর্বমোট	জিওবি	নিজস্ব
		৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	৩,০০	৩,০০	০	৫০	৫০	০
		৩২১১১১৯	ডাক	৫,০০	৫,০০	০	২০	২০	০
		৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	২০,০০	২০,০০	০	৩১,২০	৩১,২০	০
		৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৫,০০	৫,০০	০	১৮,০০	১৮,০০	০
		৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	১,৫০,০০	১,৫০,০০	০	২,৫০,০০	২,৫০,০০	০
		৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২০,০০	২০,০০	০	২,০০	২,০০	০
		৩২৪৪১০২	বদলি ব্যয়	০	০	০	৫,০০	৫,০০	০
		৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০,০০	২০,০০	০	৫,০০	৫,০০	০
		৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৬০,০০	৬০,০০	০	৮০,০০	৮০,০০	০
		৩২৫৭৩০৯	ডাটা সংরক্ষণ ব্যয়	৫০,০০	৫০,০০	০	৫০,০০	৫০,০০	০
		৩২৫৭২০৬	সম্মানী	১০,০০	১০,০০	০	১০,০০	১০,০০	০
		৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২,০০	২,০০	০	৫,০০	৫,০০	০
		৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	১২,০০	১২,০০	০	১,০০	১,০০	০
		৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	১০,০০	১০,০০	০	২,০০	২,০০	০
		৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৫,০০	৫,০০	০	১,০০	১,০০	০
		৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৭,০০	৭,০০	০	১,০০	১,০০	০
		৩২৫৮১৪৪	ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ	১২,০০	১২,০০	০	৬,০০	৬,০০	০
			উপমোট - পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা :	**১২,০৬,৫০**	**১২,০৬,৫০**	**০**	**২০,২৩,০০**	**২০,২৩,০০**	**০**
	৩৬৩২১০২		**যন্ত্রপাতি অনুদান**						
		৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৩০,০০	৩০,০০	০	১,০০	১,০০	০
			উপমোট - যন্ত্রপাতি অনুদান :	**৩০,০০**	**৩০,০০**	**০**	**১,০০**	**১,০০**	**০**
	৩৬৩২১০৩		**যানবাহন বাবদ অনুদান**						
		৪১১২১০১	মোটরযান	১,৭৫,০০	১,৭৫,০০	০	৬,০০,০০	৬,০০,০০	০
			উপমোট - যানবাহন বাবদ অনুদান :	**১,৭৫,০০**	**১,৭৫,০০**	**০**	**৬,০০,০০**	**৬,০০,০০**	**০**
	৩৬৩২১০৫		**তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান**						
		৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১১,০০	১১,০০	০	৫,০০	৫,০০	০
		৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	১৫,০০	১৫,০০	০	১,০০	১,০০	০
		৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৫,০০	১৫,০০	০	১৫,০০	১৫,০০	০
			উপমোট - তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান :	**৪১,০০**	**৪১,০০**	**০**	**২১,০০**	**২১,০০**	**০**
	৩৬৩২১০৬		**অন্যান্য মূলধন অনুদান**						
		৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১,০০,০০	৩০,০০	৭০,০০	৩০,০০	৩০,০০	০
			উপমোট - অন্যান্য মূলধন অনুদান :	**১,০০,০০**	**৩০,০০**	**৭০,০০**	**৩০,০০**	**৩০,০০**	**০**
	৩৭২১১১৩		**সমতা স্কিমে সরকার প্রদত্ত অনুদান**						
		৩৭২১১১৩	সমতা স্কিমে সরকার প্রদত্ত অনুদান	১৫০,০০,০০	১৫০,০০,০০	০	১৫১,৪২,৬৫	১৫১,৪২,৬৫	০
			উপমোট - সমতা স্কিমে সরকার প্রদত্ত অনুদান :	**১৫০,০০,০০**	**১৫০,০০,০০**	**০**	**১৫১,৪২,৬৫**	**১৫১,৪২,৬৫**	**০**
	৭২১৩১০১		**আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার অগ্রিম**						
		৭২১৩১০১	আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার অগ্রিম	৫০	৫০	০	৫০	৫০	০
			উপমোট - আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তার অগ্রিম :	**৫০**	**৫০**	**০**	**৫০**	**৫০**	**০**
			মোট - জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ:	**১৬৭,৩৮,৫০**	**১,৬৬৬,৮৫০.০০**	**৭,০০০.০০**	**১,৮১৯,০০০.০০**	**১,৮১৯,০০০.০০**	**০,০০**
১৩২০০১১০০			**মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল**						
	৩৬৩১১০৭		**বিশেষ অনুদান**						
		৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	৫০,০০,০০	৫০,০০,০০	০	৫০,০০,০০	৫০,০০,০০	০
			উপমোট - বিশেষ অনুদান :	**৫০,০০,০০**	**৫০,০০,০০**	**০**	**৫০,০০,০০**	**৫০,০০,০০**	**০**
			মোট - মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল:	**৫০,০০,০০**	**৫০০,০০০.০০**	**০.০০**	**৫০০,০০০.০০**	**৫০০,০০০.০০**	**০.০০**
১৩২০০১২০০			**দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল**						
	৩৬৩১১০৭		**বিশেষ অনুদান**						
		৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	৫০,০০,০০	৫০,০০,০০	০	৫০,০০,০০	৫০,০০,০০	০
			উপমোট - বিশেষ অনুদান :	**৫০,০০,০০**	**৫০,০০,০০**	**০**	**৫০,০০,০০**	**৫০,০০,০০**	**০**
			মোট - দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল:	**৫০,০০,০০**	**৫০০,০০০.০০**	**০.০০**	**৫০০,০০০.০০**	**৫০০,০০০.০০**	**০.০০**
১৩২০০১৮০০			**নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন তহবিল**						
	৩৬৩১১০৭		**বিশেষ অনুদান**						
		৩৬৩১১০৭	বিশেষ অনুদান	১০০,০০,০০	১০০,০০,০০	০	১০০,০০,০০	১০০,০০,০০	০

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা ১০ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালইয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার, সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে।উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মো: সারোয়ার বারী, সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মো: মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা ২৭ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন দিলরুবা শাহীনা, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মো: মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা ২৪ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুর রহমান, সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মো: মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিষয়ক কর্মশালা ১৯ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে।উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং সভাপতিত্ব করেন মো: মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ, অর্থ বিভাগ।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয়োজনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অদ্য ২৬/০৫/২৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে সর্বজনীন স্কিম বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।এ কর্মশালায় সভাপতি হিসেবে ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান, সচিব, অর্থ বিভাগ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ড. শেখ আব্দুর রশীদ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ উপস্থিত ছিলেন।কর্মশালায় অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব এবং সহকারী সচিব পদমর্যাদার ৮৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।কর্মশালায় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব এ. ওয়াই.এম জিয়াউদ্দীন আল-মামুন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা।

১৪ জুলাই ২০২৫ খ্রি তারিখ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এর সাথে মোট ১৭ টি ব্যাংকের সাথে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের (প্রবাস প্রগতি সুরক্ষা ও সমতা) রেজিস্ট্রেশন, চাঁদা সংগ্রহ ও API কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়।

সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালা ২০২৫, রংপুর

সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালা ২০২৫, রাজশাহী

সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালা ২০২৫, বগুড়া

Md. Golam Mostofa, Member (Fund Management) of National Pension Authority receiving Data Universal Numbering System (DUNS) certificate from DUNS Bangladesh representative.

D-U-N-S® Registered™ Certificate

Company Name: NATIONAL PENSION AUTHORITY

Address: 43, Kakrail, Dhaka 1000, Bangladesh

Place of Issue: Bangladesh

Business Registration Number: -

D-U-N-S® Number: 73-196-4974

Validity: From 25-03-25 to 24-03-26
One year Subscriber

Authorized Signatory
Dun & Bradstreet South Asia Middle East Limited

২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ডাটা ইউনিভার্সেল নাম্বারিং সিস্টেম (D-U-N-S)-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কাছ থেকে D-U-N-S সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালিত সর্বজনীন পেনশন স্কিমসূহে রেজিস্ট্রেশন ও চাঁদার টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যে ১২ (বারো)টি ব্যাংকের সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ইতোপূর্বে ১২টি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।নতুনভাবে ১২টি সহ এ পর্যন্ত মোট ২৪টি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হলো।অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, অর্থ বিভাগ ও সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ।জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পক্ষে নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মহিউদ্দীন খান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন ও ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইওগণ নিজ নিজ ব্যাংকের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের দ্বিতীয় সভা

০৮ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ এপ্রিল ২০২৫ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সম্মেলন কক্ষে তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ম সভা

১২ই মার্চ ২০২৫ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট ইঞ্জুরি স্কিম সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা।

১২ই মার্চ ২০২৫ অর্থসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত বিশেষ সমন্বয় সভা।

বই মেলা ২০২৫ এ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের স্টল

স্টল নং ৯৮২

সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে আরও গ্রাহক বান্ধব করার লক্ষ্যে ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ uPension App এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

স্কিম ভিত্তিক ফ্লায়ার ও পোস্টার

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

প্রবাস স্কিম

প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণ, দেশে ফিরে সুন্দর জীবন

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক মাসিক জমার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে জমা প্রদান করে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে পারবেন।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৭,৫০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪, ৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	৭, ৯৫৫	১৫,৯১০	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

- প্রবাসে বসবাসরত ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি সকল বাংলাদেশি নাগরিকগণ 'প্রবাস' স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন জমা প্রদান করলে পেনশন সুবিধা পাবেন।
- প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)/ পাসপোর্ট নাম্বার ব্যবহার করে 'প্রবাস' স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
- 'প্রবাস' স্কিমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করলে প্রবাসীদের ইমেইলের মাধ্যমে ইউনিক আইডি নম্বর, OTP, জমার পরিমাণ এবং মাসিক জমা প্রদানের তারিখ অবহিত করা হবে।
- 'প্রবাস' স্কিমে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় প্রেরিত মাসিক জমার বিপরীতে সরকার ঘোষিত হারে প্রণোদনা পাওয়া যাবে এবং প্রণোদনার অর্থ তার হিসাবে যোগ হবে।
- প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণ credit card, debit card, এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রদান করেন, সে একাউন্ট হতে মাসিক জমার টাকা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করতে পারবেন।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের "UPension" App ব্যবহার করে মাসিক জমার টাকা প্রদান সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় কর মুক্ত।

www.upension.gov.bd

/National Pension Authority

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

হটলাইনঃ +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)

- সর্বজনীন পেনশন স্কীমে প্রদত্ত জমার বিপরীতে বিনিয়োগ কর রেয়াত পাওয়া যাবে এবং মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে।
- পেনশনের টাকা উত্তোলনের জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না।পেনশনারের ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস একাউন্টে (যেমনঃ বিকাশ, নগদ , ইত্যাদি) পেনশনের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে।
- 'প্রবাস' স্কিমে জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনী/ নমিনীগণকে এককালীন ফেরত দেওয়া হবে।
- পেনশনার পেনশন ভোগরত অবস্থায় ৭৫ বছর হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনী/নমিনীগণ পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর হওয়া পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- 'প্রবাস' স্কিমে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউ ডি সি) সহযোগিতা প্রদান করবে।
- জমাকারী , নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত এবং সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য, প্রয়োজনে, তহবিলে কেবল তার জমাকৃত অর্থের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন।এ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ফিসহ সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ জমাকারীর নিজ হিসাবে জমা হবে।
- একজন জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর আগ্রহী হলে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ (অফেরতযোগ্য) এককালীন উত্তোলন করতে পারবেন।কর্পাস হিসাবের অবশিষ্ট অর্থের ওপর ভিত্তি করে মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে।

প্রবাস স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

↓

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

↓

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

অথবা

এনআইডি না থাকলে প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

↓

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

↓

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

↓

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

↓

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

↓

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

↓

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং ইমেইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

↓

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

↓

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

↓

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

চাকরি করি বেসরকারি, পেনশন স্কিমে আমিও আছি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য এ সুবিধা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কিমে যোগ দিলে মাসিক জমার ৫০ শতাংশ কর্মকর্তা/কমর্চারী এবং বাকি অংশ প্রতিষ্ঠান দিবে।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪, ৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭, ৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

- ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সের কর্মকর্তা/কমর্চারী প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ৬০ বছর পূর্তিতে পেনশন প্রাপ্য হবেন। তবে বিশেষ বিবেচনায় ৫০ বছরের উর্ধ্বে কেউ অংশগ্রহণ করলে তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০ বছর চাঁদা প্রদান করতে হবে।
- পেনশনারগণ আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন ।
- পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ (পঁচাত্তর) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের (মূল পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের "UPension" App ব্যবহার করে মাসিক জমার টাকা প্রদান সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

www.upension.gov.bd

/National Pension Authority

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

হটলাইনঃ +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)

- জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনি বা নমিনিগণকে ফেরত দেয়া হবে।
- সর্বজনীন পেনশনের প্রগতি স্কিমে প্রদত্ত মাসিক জমার বিপরীতে কর রেয়াত পাওয়া যাবে ও মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে।
- কোন প্রতিষ্ঠান স্কিমে অংশগ্রহন করলে কর্মী এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ধার্যকৃত মাসিক চাঁদা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একত্রে তহবিলে জমা করতে হবে।
- পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে মাসিক পেনশনের টাকা জমা হবে।
- জমাকারী , নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত এবং সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য, প্রয়োজনে, তহবিলে কেবল তার জমাকৃত অর্থের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন। এ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ফিসহ সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ জমাকারীর হিসাবে জমা হবে।
- একজন জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর আগ্রহী হলে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ (অফেরতযোগ্য) এককালীন উত্তোলন করতে পারবেন। কর্পাস হিসাবের অবশিষ্ট অর্থের ওপর ভিত্তি করে মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় কর মুক্ত।

প্রগতি স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন মেনু ক্লিক করুন।

প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন তথ্য প্রদান করুন।

সকল তথ্য যথাযথ ভাবে প্রদান করা হলে সাবমিট করুন ।

ইউজার পাসওয়ার্ড সেট করুন ।

রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। এবার লগইন করুন।

কর্মকর্তা/কর্মচারী রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন করে, কর্মীদের নিজ নিজ রেজিস্ট্রেশন করার জন্য নির্দেশনা দিন ।

কর্মীরা সাধারণ পেনশনের নিয়মে তাঁদের এনআইডি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে।পেমেন্ট করার প্রয়োজন নেই, শুধু আবেদন সাবমিট করতে হবে।

কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন শেষ হলে তাঁরা তাঁদের এনআইডির কপি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে জমা প্রদান করবে।

দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ওয়েবসাইটে লগইন করে এনআইডির কপি ব্যবহার করে আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানের কর্মী হিসেবে সংযুক্ত করবেন।

মাসিক জমা প্রদানের পদ্ধতি

দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি পেনশন ওয়েব সাইটে লগইন করে প্রতিমাসে প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত সকল কর্মীর পেমেন্ট হিসাব তৈরি করবেন। তৈরিকৃত পেমেন্ট স্লিপ প্রিন্ট করে নিবেন ।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের মনোনীত ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করতে হবে।

ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ হলে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেনশন তহবিলে টাকা জমা হয়ে যাবে। কর্মীরা নিজ নিজ পেনশন ড্যাশবোর্ডে জমাকৃত টাকার প্রতিফলন দেখতে পাবেন ।

কৃষক শ্রমিক জেলে তাঁতী, পেনশন স্কিমে সবাই মাতি

স্বকর্মে নিয়োজিত নাগরিকদের জন্য এ স্কিম। কৃষক, রিকশাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ সব অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নির্ধারিত হারে মাসিক জমা প্রদান করে এ স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪, ৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭, ৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

- স্বকর্মে নিয়োজিত ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি সকল বাংলাদেশি নাগরিকগণ ‘সুরক্ষা’ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন জমা প্রদান করলে পেনশন সুবিধা পাবেন।
- জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) ভিত্তিতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ‘সুরক্ষা’ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে।
- ‘সুরক্ষা’ স্কিমে মাসিক জমা সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ইস্টার্ণ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যেকোন শাখায় সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। শীঘ্রই দেশীয় সকল তফসিলি ব্যাংক থেকে এ সেবা পাওয়া যাবে।এছাড়াও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, অনলাইন ব্যাংকিং, ব্যাংক একাউন্ট হতে অটো ডেবিট অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাসিক জমা প্রদান করা যাবে।
- পেনশনার আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।
- জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনী/নমিনীগণকে এককালীন ফেরত দেওয়া হবে।

www.upension.gov.bd

/National Pension Authority

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

হটলাইনঃ +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)

- নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউ ডি সি) থেকে বিনামূল্যে 'সুরক্ষা' স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ রয়েছে ।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের "UPension" App ব্যবহার করে মাসিক জমার টাকা প্রদান সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- জমাকারী , নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত এবং সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য, প্রয়োজনে, তহবিলে কেবল তার জমাকৃত অর্থের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন।এ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ফিসহ সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ চাঁদাদাতার হিসাবে জমা হবে।
- পেনশনার পেনশন ভোগরত অবস্থায় ৭৫ বছরের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনী/নমিনীগণ পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর হওয়া পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত জমার বিপরীতে বিনিয়োগ কর রেয়াত পাওয়া যাবে এবং মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে।
- পেনশনের টাকা উত্তোলনের জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না।পেনশনারের ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস একাউন্টে (যেমনঃ বিকাশ, নগদ , ইত্যাদি) পেনশনের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে।
- একজন জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর আগ্রহী হলে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ (অফেরতযোগ্য) এককালীন উত্তোলন করতে পারবেন।কর্পাস হিসাবের অবশিষ্ট অর্থের ওপর ভিত্তি করে মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় কর মুক্ত।

সুরক্ষা স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

↓

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

↓

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

↓

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

↓

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

↓

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

↓

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

↓

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

↓

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

↓

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

↓

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

↓

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.upension.gov.bd

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

সমতা স্কিম

সমতা স্কিমের নিশ্চয়তা, সরকার দেবে সহায়তা

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের নাগরিকগণ যাদের বার্ষিক আয় অনুর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা তাদের জন্য 'সমতা' স্কিম। সমতা স্কিমে মাসিক জমার হার ১০০০ (এক হাজার) টাকা, যার মধ্যে জমাকারী প্রয়োজনীয় জমার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং বাকি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সরকার প্রদান করবেন।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫
৪০	২৯,২০০
৩৫	১৯,১৮৭
৩০	১২,৪৬৬
২৫	৭,৯৫৫
২০	৪,৯২৭
১৫	২,৮৯৪
১০	১,৫৩০

- ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি সকল বাংলাদেশি নাগরিকগণ 'সমতা' স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় পঞ্চাশোর্ধ্ব নাগরিকগণও ১০ বছর নিরবচ্ছিন্ন জমা প্রদান করলে পেনশন সুবিধা পাবেন।
- জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID) ভিত্তিতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে 'সমতা' স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে।
- পেনশনার আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।
- 'সমতা' স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য বাৎসরিক আয়ের সনদের প্রয়োজন নেই।
- নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউ ডি সি) থেকে বিনামূল্যে 'সমতা' স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ রয়েছে ।
- 'সমতা' স্কিমে মাসিক জমা সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, ব্রাক ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, ইস্টার্ণ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যেকোন শাখায় সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। শীঘ্রই দেশীয় সকল তফসিলি ব্যাংক থেকে এ সেবা পাওয়া যাবে। এছাড়াও মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, অনলাইন ব্যাংকিং, ব্যাংক একাউন্ট হতে অটো ডেবিট অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে মাসিক জমা প্রদান করা যাবে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের "UPension" App ব্যবহার করে মাসিক জমার টাকা প্রদান সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

www.upension.gov.bd

/National Pension Authority

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০

হটলাইনঃ +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

- জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তাঁর নমিনী/নমিনীগণকে এককালীন ফেরত দেওয়া হবে।
- পেনশনার পেনশন ভোগরত অবস্থায় ৭৫ বছরের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনী/নমিনীগণ পেনশনারের বয়স ৭৫ বছর হওয়া পর্যন্ত পেনশন প্রাপ্য হবেন।
- পেনশনের টাকা উত্তোলনের জন্য কোনো অফিসে যেতে হবে না।পেনশনারের ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস একাউন্টে (যেমনঃ বিকাশ, নগদ , ইত্যাদি) পেনশনের অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে।
- একজন জমাকারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর আগ্রহী হলে তাকে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ (অফেরতযোগ্য) এককালীন উত্তোলন করতে পারবেন।কর্পাস হিসাবের অবশিষ্ট অর্থের ওপর ভিত্তি করে মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে।
- জমাকারী , নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের চিকিৎসা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত এবং সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য, প্রয়োজনে, তহবিলে কেবল তার জমাকৃত অর্থের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে উত্তোলন করতে পারবেন।এ অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত ফিসহ সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে এবং সমুদয় অর্থ জমাকারীর হিসাবে জমা হবে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় কর মুক্ত।

সমতা স্কিম রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ওয়েবসাইটে (www.upension.gov.bd) প্রবেশ করুন

↓

রেজিস্ট্রেশন বাটনে ক্লিক করে প্যাকেজ/স্কিম নির্বাচন করুন

↓

এনআইডি/জন্ম তারিখ ও মোবাইল নম্বর টাইপ করে ক্যাপচা দিয়ে পরবর্তী পেইজ বাটনে ক্লিক করুন

↓

ব্যক্তিগত তথ্য এন্ট্রি করুন- পেশা, বাৎসরিক আয় এবং স্থায়ী ঠিকানা

↓

ব্যাংক তথ্য এন্ট্রি করুন- হিসাবের নাম, হিসাবের নম্বর এবং রাউটিং নম্বর

↓

নমিনির পরিচয়পত্রের নম্বর, সম্পর্ক ও প্রাপ্যতা (শতাংশ) এন্ট্রি করুন

↓

সেভ বাটনে ক্লিক করে সম্পূর্ণ ফরমটি দেখুন অথবা ডাউনলোড করুন ।সব সঠিক থাকলে সাবমিট বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করুন

↓

পেমেন্ট করার জন্য পেমেন্ট বাটনে ক্লিক করুন; পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করে পেমেন্ট করুন

↓

পেমেন্ট সম্পন্ন হলে পেমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করুন এবং মোবাইলে প্রাপ্ত মেসেজ সংরক্ষণ করুন (মেসেজে পেনশনার আইডি দেয়া হয়, যা ইউজার আইডি)

↓

পেনশনার আইডি ও ন্যূনতম ৬ ডিজিটের পাসওয়ার্ড দিয়ে ওকে বাটনে ক্লিক করুন

↓

পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড গোপন রাখুন।এ পেনশনার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পরবর্তীতে প্রয়োজনে নমিনি, স্কিম বা জমার পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে এবং জমাকৃত অর্থের হিসাব দেখা যাবে

↓

আপনার সুবিধার্থে সর্বজনীন পেনশনের পরিচয়পত্র প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করুন

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০
www.upension.gov.bd

হটলাইনঃ ১৬১৩১, +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)
support@upension.gov.bd
৪৩, কাকরাইল, ঢাকা -১০০০

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন করতে ভিজিট করুন :
www.upension.gov.bd

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রাণালয়
www.npa.gov.bd

সর্বজনীন পেনশন স্কিম

প্রবাস স্কিম

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক মাসিক জমার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে জমা প্রদান করে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৭,৫০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

সুরক্ষা স্কিম

স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এ স্কিম। কৃষক, রিকশাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ সব অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এ স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪, ৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭, ৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আকর্ষণীয় দিকসমূহ

- জাতীয় সংসদে পাশকৃত আইনের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত;
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করায় পেনশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় মুনাফা সাবস্ক্রাইবারের পেনশন একাউন্টে জমা হবে;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন থেকে টাকা জমা দেয়া পুরো কার্যক্রমটি অনলাইন এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়;
- নিবন্ধনকারীদের মাসিক জমার অর্থ কেবলমাত্র বিনিয়োগ এবং অ্যানুইটি (Annuity) প্রদান ভিন্ন অন্য কোন খাতে ব্যয়ের সুযোগ না থাকা;
- নিবন্ধনকারীর জন্য তার প্রয়োজনে যেকোন সময় স্কিম এবং জমার পরিমাণ পরিবর্তন করার সুযোগ;
- নিবন্ধন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নিবন্ধনকারীর জন্য অনলাইন সিস্টেমে যেকোন সময় নিজস্ব পেনশন হিসাবে প্রবেশ (Access) সুবিধা;
- অর্থের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মাসিক পেনশনের হিসাবায়ন করায় এ স্কিম লাভজনক;
- সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত মাসিক জমার বিপরীতে কর রেয়াত পাওয়া যাবে ও মাসিক পেনশন আয়কর মুক্ত থাকবে;
- জমাকারীর প্রাপ্ত মোট পেনশনের পরিমাণ তার জমাকৃত অর্থের ২.৩ গুণ থেকে ২৪.৬ গুণ পর্যন্ত হবার সুযোগ, পেনশনার ৮০ বছরের অধিককাল জীবিত থাকলে আরো বেশি সুবিধার প্রাপ্যতা;
- পেনশন হিসাবে নিজস্ব জমার সর্বোচ্চ ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঋণ হিসাবে গ্রহণের সুযোগ, যা সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য; এবং
- পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হবার পর পেনশনার আগ্রহী হলে তার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অর্থ এককালীন উত্তোলন (অফেরতযোগ্য) সুবিধা, সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্থের ভিত্তিতে পেনশনের প্রাপ্যতা নির্ধারণ।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের "UPension" App ব্যবহার করে মাসিক জমার টাকা প্রদান সহ অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় কর মুক্ত।

অ্যাপ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

প্রগতি স্কিম

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের জন্য এ স্কিম। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা	১৫,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫	৫,১৬,৯৮২
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২	৪,২২,১৫৬
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০	২,৫৯,৫৩৪
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০	১,৬১,৬৩৮
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮	১,০০,৩৫৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮	৬১,০৪৬
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪	৩৫,৪৩৯
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২	১৮,৫৮৯

সমতা স্কিম

স্বল্প আয়ের নাগরিকগণের (যাদের বাৎসরিক আয়সীমা অনূর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা) জন্য এ স্কিম। সমতা স্কিমে মাসিক চাঁদার হার ১০০০ টাকা, যার মধ্যে চাঁদাদাতার জমার পরিমাণ ৫০০ টাকা এবং বাকি ৫০০ টাকা দিবে সরকার।

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫
৪০	২৯,২০০
৩৫	১৯,১৮৭
৩০	১২,৪৬৬
২৫	৭,৯৫৫
২০	৪,৯২৭
১৫	২,৮৯৪
১০	১,৫৩০

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.upension.gov.bd